2018 ANNUAL REPORT

adi

ALTERNATIVE DEVELOPMENT INITIATIVE

www.adibd.org

2018
ANNUAL REPORT

adi

ALTERNATIVE DEVELOPMENT INITIATIVE

www.adibd.org

সম্পাদক ঃ

মোহসেন আরা বেগম

প্রকাশকাল ঃ

জুলাই, ২০১৮

প্রকাশনায় ঃ

অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই)

বাড়ী-৭৬ (২য় তলা), ব্লক-বি, রোড নং-০৪, নিকেতন, গুলশান-০১, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

ফোন: +৮৮ ০২ ৯৮৬ ১৪১২, ই-মেইল : adi.bd.org@gmail.com

ওয়েব : www.adibd.org

সূচীপত্র

প্রারম্ভ	৪
এডিআই পরিচিতি	৫
সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ	৬
কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা	৭
দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা	৮
এক নজরে ঋণ কর্মসূচীর তথ্য	১০
জাগরণ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	১২
অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম	১৩
বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রম	১৪
সুফলন ঋণ কার্যক্রম	১৫
সমৃদ্ধি ঋণ কার্যক্রম	১৬
সদস্য নিরাপত্তা তহবিল	১৭
সমৃদ্ধি কর্মসূচী	১৮
কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম	২০
উন্নয়নে যুবসমাজ	২৩
শিশু-শিক্ষাসহায়তা কেন্দ্র	২৩
প্রশিক্ষণ	২৪
কৃষি ইউনিট	২৫
মৎস্য ইউনিট	২৮
প্রাণিসম্পদ ইউনিট	৩০
কিশোরী উন্নয়ন কার্যক্রম	৩৩
এডিআই শিশু শিক্ষালয় কার্যক্রম	৩৫
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮ উদযাপন	৩৬
অডিট রিপোর্ট	৩৭
ADI List of Branch with Address	৪০

প্রারম্ভ

"একা গড়ে না, গড়ে সবাই মিলে"

সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের ২৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। দরিদ্র জনগণের জীবন-মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এডিআই ১৯৯৩ সাল থেকে উন্নয়ন কার্যক্রমের যাত্রা শুরু করে। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় নানামুখী প্রতিবন্ধকতা সংস্থার উন্নয়ন গতিধারাকে দৃঢ় করেছে, সংস্থা তার লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রথম দশকে সংস্থা তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন তৈরী, সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগণের জন্য অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, পারিবারিক আইন ও নির্যাতিতদের সহযোগিতা,পানি ও পয়ঃনিস্কাশন, বয়স্ক শিক্ষা, কৃষি ও পরিবেশ উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

দ্বিতীয় দশকে (২০০৪-২০১৪) সংস্থার ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমের ব্যাপ্তি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। জাগরণ ক্ষুদ্রঋণ, অতি দরিদ্রদের জন্য বুনিয়াদ, অগ্রসর ও সুফলন ঋণ কর্মসুচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে বিকাশমান অগ্রযাত্রায় উপকারভোগীদের মাঝে পুঁজি সরবরাহের ফলে সদস্যদের ঋণের ব্যবহারের দক্ষতা বেড়েছে এবং পরিবারে সমষ্টিগতভাবে ঋণের ব্যবহারে সচেষ্ট হচ্ছে। অনেকেই ব্যবসায় সফল হয়ে ক্ষুদ্র হতে মধ্যম ব্যবসায়ী হিসাবে নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে। উপকারভোগীদের সক্ষমতা ও কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চলমান তৃতীয় দশকে সংস্থার ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমসহ সামাজিক বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ, কমিউনিটি ভিত্তিক উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, কৃষি, মৎস্য এবং পশুপালন, কিশোরী উন্নয়ন এবং সামাজিক জনসচেতনতা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই প্রতিবেদনটিতে সংস্থার ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কাজের অগ্রগতি চিত্রায়িত হয়েছে।

সংস্থার সাধারণ ও নির্বাহী বোর্ডের সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সর্বস্তরের কর্মী-কর্মকর্তাদের সততা এবং আন্তরিক উন্নয়ন পদক্ষেপ, দাতা সংস্থার আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা সংস্থাকে স্বায়িত্বশীল আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে সক্ষম করে তুলছে। এই সমষ্টিগত শক্তি ও মনোবল সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমকে সহস্র যুগের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন।

মোহসেন আরা বেগম
নির্বাহী পরিচালক, এডিআই

এডিআই পরিচিতি

অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই) একটি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়নমূলক সংস্থা। দেশের কয়েকজন সমমনা উন্নয়নকামী ব্যক্তিবর্গের ঐকান্তিক আগ্রহ, উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ১৯৯৩ সালের এপ্রিলে সংস্থার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এডিআই-এর মূল লক্ষ্য, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বিকাশ এবং আর্থ-সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের উন্নয়ন ঘটানো। সংস্থা সমন্বিত উন্নয়ন ধারায় বিশ্বাস করে যা কিনা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা এবং জনগণের অনুভূত চাহিদার ভিত্তিতে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন হয়।

সংস্থার আইনগত ভিত্তি ঃ

- সংস্থা বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৯৩ সালে নিবন্ধিত হয়, যার নিবন্ধীকরণ নং ঢ-০৩০২০, তারিখঃ ২ ডিসেম্বর ১৯৯৩ইং।
- সংস্থা এন.জি.ও বিষয়ক ব্যুরো হতে ১৯৯৫ সালে নিবন্ধিত হয়। যার নিবন্ধীকরণ নং এফ.ডি.-৯০২, তারিখঃ ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ইং।
- সংস্থা সার্টিফিকেট অব রেজিস্ট্রেশন অব সোসাইটিস এ্যাক্ট XXI, ১৮৬০ইং অনুসারে জয়েন্ট স্টক কোম্পানী কর্তৃক ২০০১ সালে নিবন্ধিত হয়, যার নিবন্ধীকরণ নং এস-২৬৪২(৫৫)/২০০১,তারিখঃ ১৫ নভেম্বর ২০০১ইং।
- সংস্থা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি হতে সনদ লাভ করে যার নং ০০৭১১-০০০২৭-০০০০৩০৩, তারিখ ২০ জুলাই ২০০৮ইং।

সংস্থা নিম্নোক্ত ফোরামের সাথে সম্পৃক্ত ঃ

- মাক্রোক্রেডিট সামিট, ওয়াশিংটন, ইউএসএ
- CDFঃ ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম
- NEARSঃ নেটওয়ার্ক ফর এডোলিসেন্ট হেল্থ রাইটস এন্ড সার্ভিসেস
- BACAMHঃ বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর চাইল্ড এন্ড এডোলিসেন্ট মেন্টাল হেলথ এন্ড ফ্যামেলি
- ATCBঃ এসোসিয়েশন অফ থেরাপিউটিক কাউন্সিলরস, বাংলাদেশ

Our Partners

Current Partners

Previous Partners

সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ

সাধারণ পরিষদ

সংস্থা পরিচালনায় সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা, সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি স্থায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সমাজের জ্ঞানীগুণী ২১ জন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সংস্থার সর্বোচ্চ স্তর সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়। সাধারণ পরিষদ থেকে নির্বাচিত ৭ সদস্য নিয়ে সংস্থার বোর্ড / নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়।

চেয়ারম্যান

জনাব সৈয়দ সাদউল্লাহ

সদস্য সচিব ও নির্বাহী পরিচালক

জনাব মোহসেন আরা বেগম

পরিচালক

জনাব আয়েশা ছিদ্দিকা

জনাব মুনীর হোসেন

জনাব নাজনীন আক্তার

জনাব পাপিয়া সুলতানা

জনাব মাফরুজা খাতুন

কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা

প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক তাঁকে সহযোগিতা করছে মূলতঃ কেন্দ্রীয় প্রশাসন, কর্মসূচী এবং হিসাব বিভাগ। ৮টি আঞ্চলিক অফিস কেন্দ্রীয় অফিসের তত্ত্বাবধানে থেকে ৩৪টি ব্রাঞ্চের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে। প্রতিটি ব্রাঞ্চে ১ জন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, হিসাবরক্ষক এবং ৪-৬ জন কমিউনিটি অর্গানাইজার রয়েছে। সংস্থায় মোট ২৭৬ জন স্টাফ রয়েছে এর মধ্যে ২০৮ জন কোর স্টাফ এবং ৬৮ জন রয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচীতে।

স্টাফদের কাজে দক্ষতা ও সংস্থার প্রতি আন্তরিক এবং অনুগত হওয়ার জন্য সংস্থা অভ্যন্তরে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নিয়মিত ভাবে পাক্ষিক ভিত্তিতে "ব্রাঞ্চের কর্মী সভা", মাসিক ভিত্তিতে "আঞ্চলিক সমন্বয় সভা" এবং আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের নিয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে "কেন্দ্রীয় সমন্বয় সভার" আয়োজন করা হয়। সভায় প্রতিটি স্তরে কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন এবং কাজের গুনগত মান নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সংস্থার কর্মএলাকা ঃ সংস্থা ৮টি জেলার ৩৩টি উপজেলার ১৩৫টি ইউনিয়ন/ পৌরসভার আওতাধীন ৮৮৬টি গ্রামে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। জেলাভিত্তিক কর্মএলাকার তথ্য ম্যাপে তুলে ধরা হল।

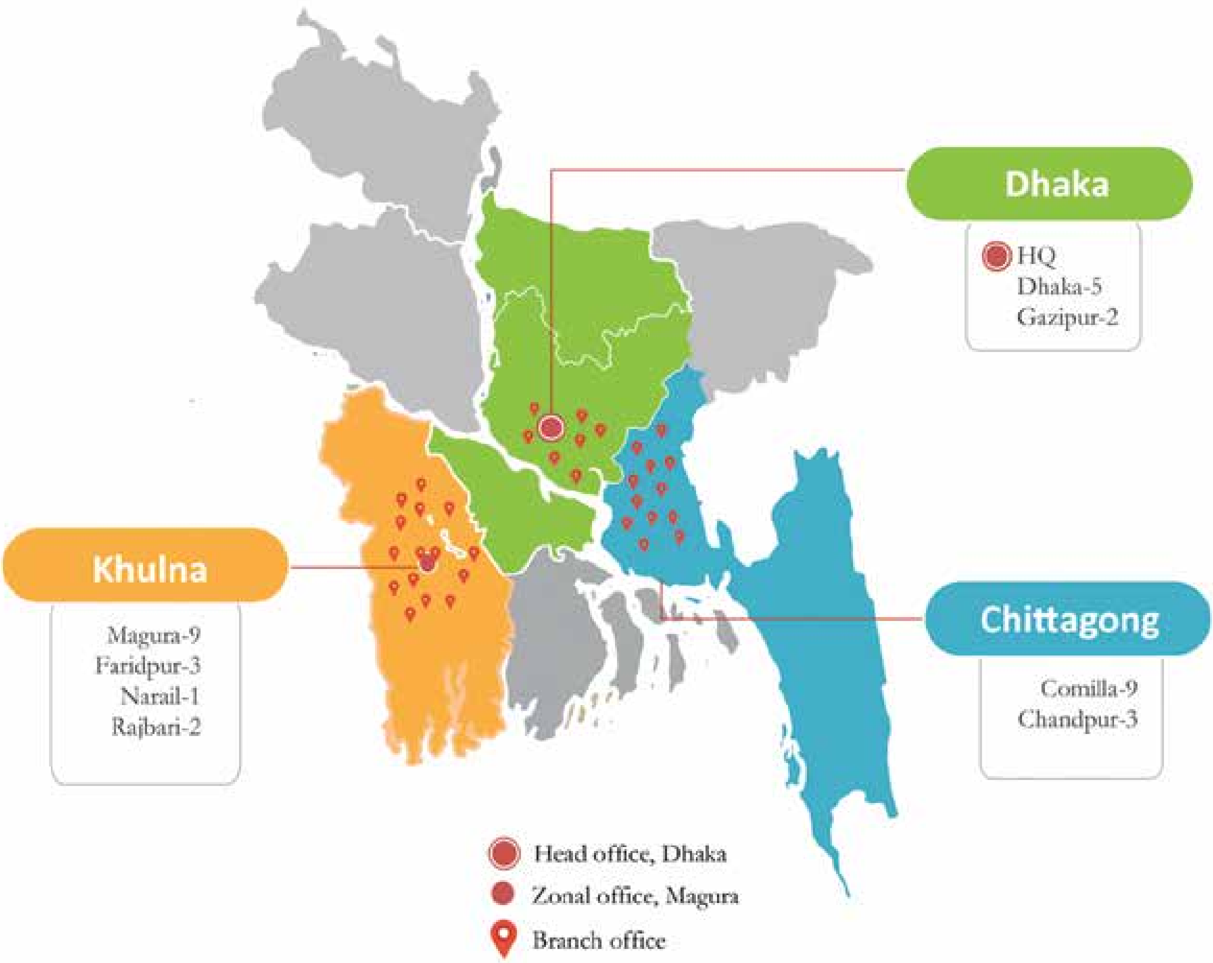

দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা

এডিআই এর মূল কার্যক্রম হলো ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্যতা কমিয়ে জীবন মান উন্নয়ন এবং সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে ১৯৯৪ সাল থেকে এডিআই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে পিকেএসএফ, মিউচুয়াল ট্রাস্ট, মিডল্যান্ড এবং ট্রাস্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এই কার্যক্রমের পরিধি ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয়ে মাঠ পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ঋণ কম্পোনেন্ট পরিচিতি ঃ

- **জাগরণ (ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম) ঃ** ভূমিহীন, শ্রমজীবি পরিবার, ক্ষুদ্র পেশাজীবি পরিবার, প্রান্তিক চাষী, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা এবং আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া সদস্যদের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১৩.১% সার্ভিস চার্জ হারে ঋণ প্রদান

- **অগ্রসর (এন্টারপ্রাইজ) ঃ** ঋণ গ্রহীতা যারা ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ বা উদ্যোগ গ্রহণ করছে তাদের ব্যবসার পুজি সরবরাহের জন্য সাপ্তাহিক, মাসিক ভিত্তিতে এবং ১-২ বৎসর মেয়াদী ১৩.১% সার্ভিস চার্জ হারে ঋণ প্রদান

- **সুফলন (মৌসুমী) ঃ** মৌসুম ভিত্তিক চাহিদা মোতাবেক মাসিক ২% সার্ভিস চার্জ হারে ঋণ প্রদান

- **বুনিয়াদ (অতিদরিদ্র) ঃ** অতি দরিদ্র, ভিক্ষুক, ভূমিহীন, নদীভাঙ্গন ও চর এলাকায় বসবাসরত জনগণ, বৃদ্ধ কিন্তু কর্মক্ষম, দৈহিক ভাবে প্রতিবন্ধী, অন্য লোকের আশ্রয়ে বসবাসরত অদক্ষ লোক, দাসত্ব শ্রম, গৃহভৃত্য, যার আর কোন আয়ের উৎস নেই তাদের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১০% সার্ভিস চার্জ হারে ঋণ প্রদান

- **কেজিএফ সুফলন ঃ** কর্মসূচীর আওতায় সদস্য'দের খাদ্য উৎপাদন, কৃষি পন্য ও উপজাত প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণ সংশ্লিষ্ট সহায়ক কার্যক্রমে মৌসুম ভিত্তিক চাহিদা মোতাবেক মাসিক ২% সার্ভিস চার্জ হারে ঋণ প্রদানের পাশাপাশি সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান

- **সমৃদ্ধি আয়বৃদ্ধিমূলক (আইজিএ) ঃ** আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সাপ্তাহিক এবং মাসিক ভিত্তিতে ১৩.১% সার্ভিস চার্জ হারে ঋণ প্রদান

- **সমৃদ্ধি জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন (এলআইএল) ঃ** জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য মাসিক, ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক ভিত্তিতে ৮% সার্ভিস চার্জ হারে ঋণ প্রদান

- **সমৃদ্ধি সম্পদ সৃষ্টি (এসিএল) ঃ** সম্পদ সৃষ্টির জন্য মাসিক কিস্তিতে ৮% সার্ভিস চার্জ হারে ঋণ প্রদান।

কৃষি ইউনিটের আওতায়
বসতবাড়িতে শাকসবজি ও
ফলমূল উৎপাদনের জন্য প্রদর্শনী স্থাপন
প্রদর্শনী শুরুর তাং- ০৮/১০/১৫ ।
সদস্যর নাম:- মনোয়ারা ।
সমিতির নাম:- লগন্ডা মহিলা সমিতি । বেডে জমির পরিমান:- ১ শতক ।
সবজি মাচার সংখ্যা:- ১টি ।
সবজি বেডের সংখ্যা:- ৬টি ।
ফলের চারার সংখ্যা:- ১০ টি ।
সবজি মাচার আয়তন:- ১শতক ।
ফলের চারা নাম:- পেপে, লেবু, পেয়ারা ইত্যাদি ।
বাস্তবায়নে:- অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এ ডিআই)
সহযোগীতায়:- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

এক নজরে ঋণ কর্মসূচীর তথ্য ঃ

কম্পোনেন্ট	২০১৭-২০১৮			
	মোট সদস্য সংখ্যা	সঞ্চয় (কোটি টাকা)	ঋণীসংখ্যা	ঋণ স্থিতি (কোটি টাকা)
জাগরণ	৩৪,৩৯৭	২২.৫২	২৬৬৬৫	৪০.৩৭
অগ্রসর	২,৮২৬	৫.৯৮	২,৪৬৬	১৫.৭৬
বুনিয়াদ	১,৯৭৪	০.৮৯	১,৫৯৫	১.৬৩
সুফলন	০	০	৫২৭১	১১.২০
কেজিএফ- সুফলন	০	০	৬৯৬	১.৩১
সমৃদ্ধি (আইজিএ)	০	০	৫৭৯	০.৯০
সমৃদ্ধি (এসিএল)	০	০	১৭৫	০.২৩
সমৃদ্ধি (এলআইএল)	০	০	১৩৯	০.০৯
মোট	**৩৯,১৯৭**	**২৯.৩৯**	**৩২,১২৮**	**৭১.৪৯**

কম্পোনেন্ট ভিত্তিক ঋণ কার্যক্রম এর সার্বিক অবস্থা

চলতি ঋণ আদায়ের হার ৯৯.৩৪% এবং ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায় হার ৯৯.৭৩%।

নিম্ন টেবিলে তিন বছরের ঋণ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হল ঃ

বিবরণ	জুন' ২০১৬	জুন' ২০১৭	জুন' ২০১৮
ঋণ বিতরণ (কোটি)	৭৭.৪৩	১০০.৫২	১৩৮.২৭
ঋণস্থিতি (কোটি)	৪৩.১৬	৫৯.০০	৭১.৪৯
ঋণস্থিতি বৃদ্ধি (%)	১৯.৮৬%	৩৬.৭০%	২১.১৭%
গড় ঋণস্থিতি (শাখা)	২.০৫	১.৭৪	২.১০
গড় ঋণস্থিতি	১৮,৩৭১	২২,৬৪১	২২,২৫২
চলতি ঋণ আদায় (%)	৯৮.৮২%	৯৮.৫৭%	৯৯.৩৪%
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায় (%)	৯৯.৩৭%	৯৯.৬৯%	৯৯.৭৩%
১০০ টাকা ঋণ বিতরণে খরচ	৮.৩২	৮.৯৩	৯.০৯

সঞ্চয় আমানত

ক্রমিক নং	কম্পোনেন্টের নাম	সাধারণ/ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় (কোটি)	মাসিক আমানত (কোটি)	মাসিক মুনাফা ভিত্তিক আমানত (কোটি)	স্থায়ী আমানত (কোটি)	মোট সঞ্চয় (কোটি)
০১	জাগরণ	১৬.৪৩	৪.৭৩	০.৩২	১.০৪	২২.৫২
০২	অগ্রসর	৪.৬৫	০.৯৬	০.২৫	০.১২	৫.৯৮
০৩	বুনিয়াদ	০.৬৯	০.১৭	০	০.০৩	০.৮৯
	মোট	**২১.৭৭**	**৫.৮৬**	**০.৫৭**	**১.১৯**	**২৯.৩৯**

কম্পোনেন্ট ভিত্তিক সদস্য সংখ্যা

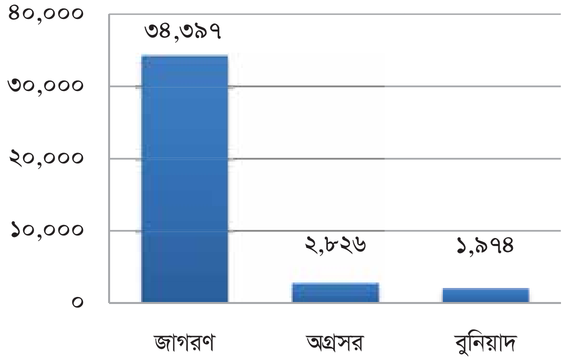

সঞ্চয় (কোটি টাকা)

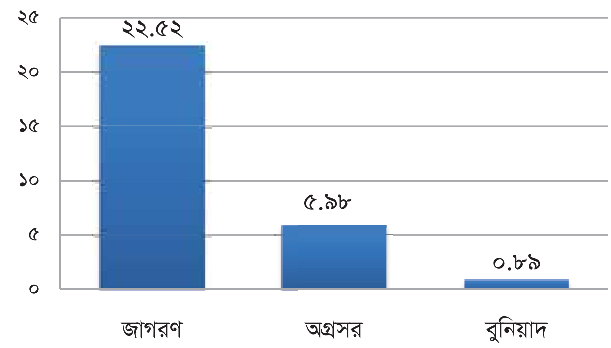

ঋণী সংখ্যা

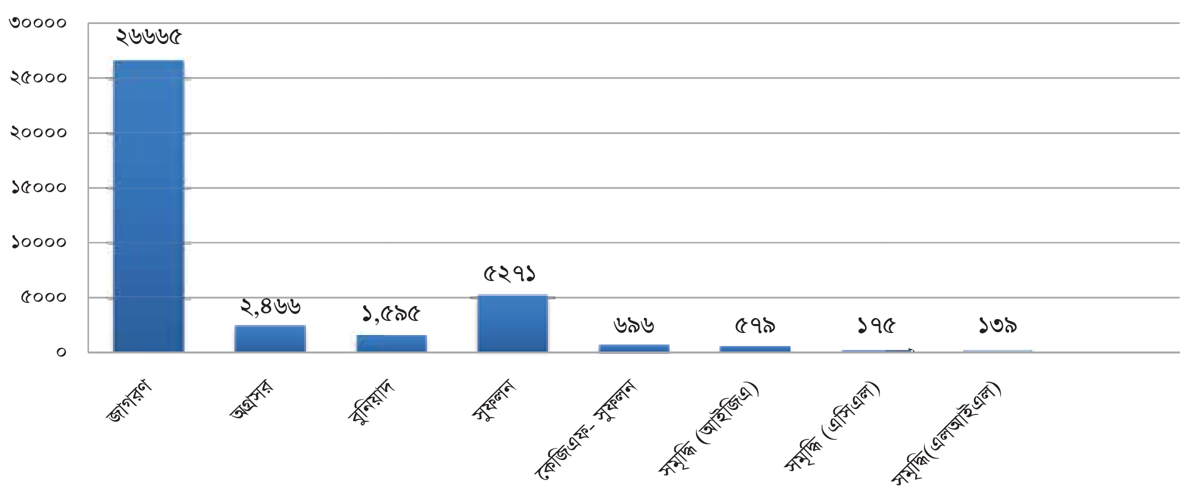

ঋণ স্থিতি (কোটি টাকা)

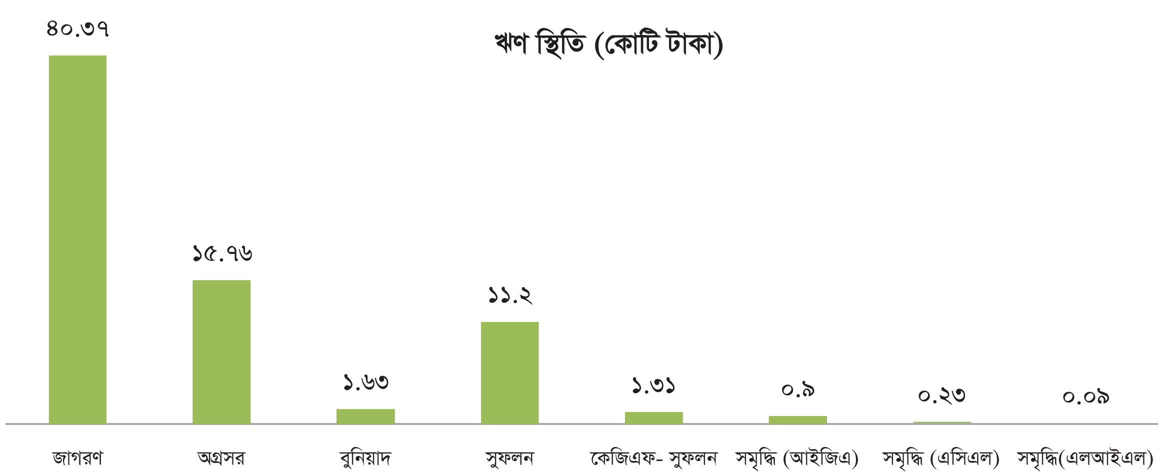

জাগরণ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

সংগঠিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে লাভজনক ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও পুঁজি গঠনে সহায়তা করার মাধ্যমে দারিদ্র্যতা কমিয়ে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সদস্যরা হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, সেলাই মেশিন ক্রয়, শাক-সবজি চাষ ও কাঁচামালের ব্যবসা, মাছধরার জাল ক্রয়, ফেরী-মুদি দোকান, কুটির শিল্প যেমন- কাপড় বুনন, পাটজাত পণ্য তৈরী, বাঁশ-বেতের পণ্য তৈরী, রিকশা-ভ্যান ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে ৫- ৫৯ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ৮টি জেলায় ৩৪টি শাখার ২১২৮ টি সমিতির ৩৪,৩৯৭ জন সদস্যর মাঝে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

‘যা কিছু করেছি সবই এডিআই এর সহযোগিতায়’ - সেকেলা

ঘরের কাজ সেরে বাঁশের চিকণ কাঠিগুলো সুতা দিয়ে বেধে তৈরি করছে মাছ ধরার ফাঁদ যাকে গ্রামে ঘুনি বলে। প্রতিটি ঘুনির দাম ৪০০ টাকা, দিনে দুটি ঘুনি তৈরি করে গড়ে ৮০০ টাকা আয় করে মাগুরার শত্রুজিতপুরের দুর্গাপুর গ্রামের কৃষক রাহেন শেখ এর মেয়ে সেকেলা। বাবার সংসারে ৯ ভাই-বোনসহ ১১ জনের সংসার চালানোর জন্য প্রতিবেশীর কাছ থেকে ঘুনি তৈরি করা শেখে। ১৮ বছর বয়সে সেকেলার বিয়ে হয় এক দিনমুজরের সাথে। স্বামীর সংসারের আয় বাড়াতে ২০০2 সালে ভর্তি হয় এডিআই এর রুপটি পূর্বপাড়া মহিলা সমিতিতে। স্বামী-স্ত্রী মিলে সিদ্ধান্ত নেয় ঘরে বসে ঘুনি তৈরি করে বিক্রি করার। ২য় দফায় ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ঘুনি তৈরি করে নীট লাভ করে ৫ হাজার টাকা। পরের তিন দফায় মোট ৪৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে জমি মৌরসী নেওয়ার পাশাপাশি ঘুনি ব্যবসায় তিন বছরে খরচ বাদে লাভ হয় ২৫ হাজার টাকা। এভাবে পরবর্তী ছয় দফায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সাথে নিজের মূলধন ১ লক্ষ টাকা দিয়ে ঘুনি ব্যবসা সাথে সবজি চাষ করছে। প্রতি সপ্তাহে ৫০ টাকা করে সেকেলা ৫ হাজার ৪২০ টাকা সঞ্চয় জমা করেছে। সেকেলা ১4 বছরের ব্যবসার লাভ দিয়ে ৩টি পাকা ও ১টি মাটির বাড়ি করেছে। ৬০ শতক জমি, ২টি ছাগল ও ১টি গরু কিনেছে সে। সন্তানদেরকে প্রাথমিক পাশ করিয়েছে। সেকেলার আশা একদিন সে বড় ব্যবসায়ী হবে। সে বলে ‘আজ যা কিছু করেছি সবই এডিআই এর সহযোগিতায়।’

‘আজ যা কিছু করেছি সবই এডিআই এর সহযোগিতায়’

অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম

ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সক্ষম করে তুলতে "অগ্রসর" ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উদ্যোক্তাদের ৬০ হাজার - ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। সংস্থার ৩৪টি শাখায় ৯০৩টি সমিতিতে ২,৮২৬ জন অগ্রসর সদস্য রয়েছে। উদ্যোক্তাগণ বেকারী, ওয়ার্কশপ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প, টেইলারিং, মিনি গার্মেন্টস, স্টেশনারী দোকান, খাবার হোটেল, কাঠের ব্যবসা, মাটির কাজ, পোল্ট্রি, গো-খামার, মৎস্য চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্লিনিক ইত্যাদি ব্যবসায় ঋণ গ্রহণ করছে। কার্যক্রম শুরু হতে এই পর্যন্ত মোট ৯,৫৪৩ জন ঋণীকে ১২৫.৫৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

হাসি বেগম (অগ্রসর)

প্রসাধনী ব্যবসায়ী হাসি বেগম ঢাকার লালবাগের বাসিন্দা। এক ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে সংসার তাঁর। স্বামীর ব্যবসাটি স্বামীর হলেও আয় ছিল সামান্য। স্বামীর সথে সংসারের আয় বাড়াতে ব্যবসা বড় করার চিন্তা করে এডিআই লালবাগ শাখার কাজী রিয়াজ মহিলা সমিতিতে ২০০৯ সালে ভর্তি হয় হাসি। প্রথম দফায় ১৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে স্বামীর লিপস্টিক, কাজল, আইলাইনার, লিপগ্লস, লিপবামসহ বিভিন্ন প্রসাধনী তৈরীর ব্যবসায় লাগায়। এতে লাভ না হলে মূলধন উঠে আসে। তাই দ্বিতীয় দফায় ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সাথে পূর্বের ১৫ হাজার টাকা ব্যবসায় লাগায় পরবর্তী ৪ দফায় মোট ৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে প্রসাধনী উৎপাদন যেমন বাড়ায় তেমন বিক্রি হতে থাকে। এতে তাঁর উৎসাহ বেড়ে যায় ছেলেকে কাজ শিখাতে শুরু করে। ৪ বছরের তাঁদের সাড়ে তিন লক্ষ টাকা পুঁজি গড়ে উঠে সাথে ৬ লক্ষ টাকা অগ্রসর ঋণ নিয়ে কারখানা বড় করে ১৩ জন কর্মচারী নিয়োগ করে। বিগত ৯ বছরে তাঁরা ব্যবসায় ৪০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে এর মধ্যে ৬ লক্ষ টাকা এডিআই এর অগ্রসর ঋণ বাকী ৩৪ লক্ষ টাকা লাভের অর্থ। মাসে এখন লাভ থাকে ৬০-৬৫ হাজার টাকা। প্রতি সমিতির সভায় তাঁর উপস্থিতি এবং ৯০০ টাকা জমা করে সঞ্চয় রয়েছে ৫৫ হাজার টাকা। আটিবাজারে ১ কাঠা জমি কেনার পাশাপাশি আত্মীয় স্বজনদের ঋণ শোধ করেছে। বড় ছেলে-মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে, ছোট মেয়ে ৫ম শ্রেণীতে পড়ে। আত্মবিশ্বাসী হাসি বলে "কঠোর পরিশ্রম আর সঠিক পরিকল্পনা ও সঞ্চয়ী মনোভাব তাঁদের সফলতার চাবিকাঠি। তাছাড়া ব্যবসাটিতে লোকসানের সম্ভাবনা কম তাই পুঁজি খাটাতে ভয় নেই"।

বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রম

অতি দরিদ্র, ভিক্ষুক, ভূমিহীন নদী ভাঙ্গন ও চর এলাকায় বসবাসরত জনগণ, বৃদ্ধ কিন্তু কর্মক্ষম, দৈহিকভাবে প্রতিবন্ধী, অন্য লোকের আশ্রয়ে বসবাসরত অদক্ষ লোক, দাসত্ব শ্রম, গৃহ ভৃত্য, যার আর কোন আয়ের উৎস নেই এমন পরিবার এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে সংস্থা।

এই কার্যক্রমের আওতায় সদস্য সর্বনিম্ন ১ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারে। বর্গা জমিতে কৃষিকাজ করা, মাছ চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা (কাঁচামাল, দোকান প্রভৃতি), হস্তশিল্পের কাজ (বাঁশ, বেঁত প্রভৃতি), খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ (মুড়ি, চিড়া তৈরী প্রভৃতি), রিকশা-ভ্যান ক্রয়, দর্জি-এমব্রোয়ডারির কাজ, গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগী পালনসহ বিভিন্ন খাতে এই ঋণ প্রদান করা হয়।

এ পর্যন্ত মোট ৯,৭১৬ জনকে এই কার্যক্রমের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করে ১৮.৬৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ১৯টি শাখার মাধ্যমে ৬৬৫টি সমিতিতে এই ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ইতি বেগমের সাফল্য

নার্সারীতে কাজ করতে করতে নিজের সাফল্যের কাহিনী বলছিল ইতি। ছোটবেলা মা মারার পর ১৬ বছর বয়সে বিয়ে হয় ভবঘুরে এক লোকের সাথে। শ্বশুর দুইশতক জমি আর একটি ঘর দিয়ে এক সময় আলাদা করে দেয়। ২০১২ সালে এডিআই সমিতিতে ভর্তি হয়ে ১০ হাজার টাকা বুনিয়াদ ঋণ নিয়ে দুইশতক জমিতে ফলের চারা তৈরী করি আর পুরানো একটি ভ্যান কিনে স্বামীকে বাজারে চারা বিক্রি করতে দেই। এতে মাসে প্রায় ২ হাজার টাকা আয় হয় দেখে স্বামীর কাজে আগ্রহ বেড়ে যায়। ২য় দফায় ১৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে নার্সারীতে আরো চারা দেই আর একটি ছাগল পালতে শুরু করি। এডিআই হতে ঋণ নিয়ে ধীরে ধীরে নার্সারী বড়করি এতে আমার ভাল লাভ হতে থাকে। বর্তমানে ব্যবসায় পুঁজি আছে ২৮ হাজার এবং নিজস্ব পুঁজি আছে ৩ হাজার টাকা। সংসারে এখন তেমন অভাব নেই, সন্তানরা স্কুলে যায়।

"ভবঘুরে স্বামী এখন একজন খেটে খাওয়া মানুষ"।

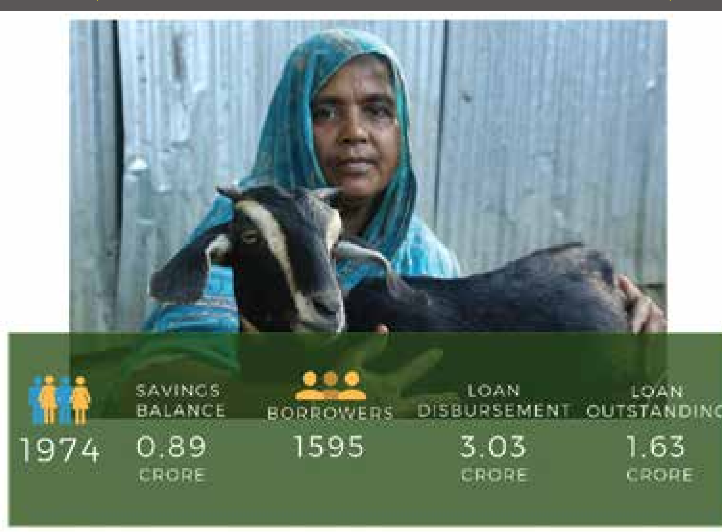

সুফলন ঋণ কার্যক্রম

সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের বহুমুখীকরণ এবং বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের বছরের বিভিন্ন মৌসুম যেমন কোরবানির ঈদের সময় গরু মোটাতাজাকরণ, কৃষি মৌসুমে ধান, আলু, শাক সবজি, পাট, মরিচ, ভুট্টা ও মাছ চাষের জন্য চাহিদা মোতাবেক এককালীন পরিশোধযোগ্য সুফলন ঋণ ১-৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রদান করা হয়। এই অর্থ বছরে ২০টি শাখার মাধ্যমে ১৫,১৬৩ জন ঋণী সদস্যের মাঝে ৩১.৬৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কলা ব্যবসায়ী রাফেজা

রাফেজা গ্রামে কলা ব্যবসায়ী হিসেবেই পরিচিত। দিনমজুর স্বামীর অভাবের সংসারে ২ ছেলে ১ মেয়ে নিয়ে যখন দিশেহারা তখন রাফেজা নিজনান্দুয়ালী স্কুলপাড়া মহিলা সমিতিতে ২০০৩ সালে ভর্তি হয়ে প্রথম দফায় ৫ হাজার টাকা সুফলন ঋণ নিয়ে কলা পাকিয়ে বিক্রি শুরু করে। এতে লাভ হয় ২ হাজার টাকা। ২য় দফায় ৭ হাজার টাকা নিয়ে ৩ হাজার দিয়ে কলার কাঁদি রাখার ঘর তৈরি, ৩ হাজার দিয়ে স্বামীকে একটি ভ্যান কিনে দেয় বাকি ১ হাজার ও নিজস্ব পুঁজি ৪ হাজার দিয়ে কলা ব্যবসা করে। খরচ বাদে মাসে ২ হাজার টাকা করে লাভ হতে থাকে। পরবর্তী ১৩ দফায় ২ লক্ষ ৫৯ হাজার ঋণ ও নিজস্ব পুঁজি ১ লক্ষ ৫ হাজার বিনিয়োগ করে ৪৬ শতক জমি কিনে। কলার ব্যবসা হতে গড়ে লাভ থাকে ৪ হাজার টাকা। বর্তমানে তার ২৩ শতক করে জমিতে হলুদ ও পেপে ও ৬৯ শতক জমিতে কলার গাছ লাগানো আছে। ব্যাবসায়ে মোট বিনিয়োগ আছে ২ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে সংস্থা থেকে জাগরণ ঋণ ৩৫ হাজার এবং সুফলন ঋণ ২০ হাজার বাকী ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা তার মুলধন। সমিতিতে সঞ্চয় আছে ৪,৮২৩ টাকা। ১৫ বছরে একটি টিনের ঘর, আসবাবপত্র, টেলিভিশন, ১টি ভ্যান, ১টি সাইকেল, ২টি ছাগল ও ১১৫ শতক জমি সহ রয়েছে ২ ভরির গহনা। স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে ব্যবসা চালায়। তিন ছেলে-মেয়েকে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পড়িয়েছে। পরিশ্রম উন্নয়নের সিড়ি, রাফেজা তারই জলন্ত উদাহরণ।

সমৃদ্ধি ঋণ কার্যক্রম

আয় বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রম (আইজিএ) ঃ

সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতাভূক্ত সদস্যদের দারিদ্র্যতা হ্রাস এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসা, জমি-মৌরসি, কৃষি কাজ, গাভী ক্রয় ইত্যাদি খাতে সাপ্তাহিক এবং মাসিক কিস্তিতে ঋণ প্রদান করা হয়। সদস্যদের কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা, সম্পদ এবং দক্ষতা যাচাই করে ১০ হাজার হতে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ১৩.১% সার্ভিস চার্জ হারে এই ঋণ প্রদান করা হয়। এই অর্থ-বছরে ৬১৫ জন সদস্যদের মাঝে ১.৬৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৯৭৫ জনকে ২.৭২ কোটি টাকা আয়বৃদ্ধিমূলক খাতে ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ কার্যক্রম (এলআইএল) ঃ

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতাভূক্ত সদস্যদের টিভি, ফ্রিজ, সাইকেল, আসবাবপত্র, টিউবওয়েলসহ বিভিন্ন খাতে মাসিক, ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক ভিত্তিতে ৮% সার্ভিস চার্জ হিসাবে ঋণ প্রদান করা হয়। এক বৎসর মেয়াদী সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত এই ঋণ প্রদান করা হয়। এই অর্থ বছরে ২১৯ জনকে ০.২২ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত ২৬০ জনকে ০.২৬ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

সম্পদ সৃষ্টি ঋণ কার্যক্রম (এসিএল) ঃ

সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতাভূক্ত সদস্যদের সম্পদ সৃষ্টির জন্য যেমনঃ ঘর তৈরী, জমি ক্রয়, জমি বন্ধক, রিক্সা ক্রয়, ভ্যান ক্রয়, সাইকেল ক্রয় ও মেরামত এবং দোকান মেরামত খাতে এই ঋণ বিতরণ করা হয়। এক বছর মেয়াদী মাসিক কিস্তিতে সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা ৮% সার্ভিস চার্জ হারে প্রদান করা হয়। এই অর্থ বছরে ১৯৯ জনকে ০.৪৬ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত ২৯৬ জনকে ০.৬৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

কমিউনিটি অর্গানাইজার দলীয় সভা পরিচালনা করছে

সদস্য নিরাপত্তা তহবিল

দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত এবং ঋনের অর্থের নিরাপত্তা ও ঝুকি হ্রাস করার লক্ষ্যে সংস্থা ২০০৮ সন হতে "সদস্য নিরাপত্তা তহবিল" বাস্তবায়ন করছে। সদস্যরা ঋণের ১% টাকা নিরাপত্তা তহবিলে জমা করে। সদস্য/স্বামীর স্বাভাবিক মৃত্যুজনিত কারণে ঋণস্থিতি মওকুফ করা হয় এবং জমাকৃত সঞ্চয় নমিনিকে ফেরত দেয়া হয়। এই অর্থ বছরে মোট আদায় ১.৩৫ কোটি টাকা এবং ফেরৎ দেওয়া হয়েছে ৪৫ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। এই পর্যন্ত মোট ৬.০৫ কোটি টাকা নিরাপত্তা তহবিলে জমা হয়েছে এবং ২.৪৪ কোটি টাকা ফেরৎ দেয়ার পর বর্তমানে স্থিতি রয়েছে ৩.৬০ কোটি টাকা।

মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধের টাকা ঋণ শোধ করেছে এডিআই

পরিশ্রম, ধৈর্য আর পরিকল্পনা করে গাভীর খামার তৈরি করেছিল সারথী ঘোষ। বাড়ি ছিল ঝিনাইদহ জেলার পবহাটি গ্রামে। দুই ভাই আর ৪ বোনের সাথে বাবা-মায়ের সংসারে ভাল ছিল। সে সময় ১০ হাজার টাকা যৌতুক দিয়ে বিয়ে দেয় মাগুরার ছেলে নারায়ন ঘোষের সঙ্গে। যৌথ পরিবারে এসেও সবাইকে নিয়ে সুখে ছিল। পরিবারের আয় একটু বাড়াতে এবং নিজে কিছু করার তাড়না থেকে ২০১১ সালে সে ভর্তি হয় মাগুরা সদরের কুকনা মহিলা সমিতিতে। সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে ধীরে ধীরে ৭টি গাভী দিয়ে খামার করে সে। ৬ বছরে খামারে পুঁজি ৪ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ৩ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ছিল তাদের নিজস্ব আর এডিআই থেকে ঋণ ছিল ৮ হাজার টাকা। গাভীর দুধ বিক্রি করে তার সংসারে অর্থের যোগান এবং সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা করছিল।

নিয়তির পরিহাস হঠাৎ করে একদিন ব্রেইন স্ট্রোক করে সারথী ঘোষ। পরে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়। সে সময় তার ঋণ বাকি ছিল ৬ হাজার ২ শত ৪৮ টাকা। এডিআই সংস্থার সদস্য নিরাপত্তা তহবিল হতে ঋণের টাকা মওকুফ করা হয়। সঙ্গে তার রেখে যাওয়া ১৮ হাজার, ৪২৬ টাকা সঞ্চয় নমিনী তার স্বামী নারায়ন ঘোষকে হস্তান্তর করা হয়। আজ সারথী নেই রেখে গেছে সংসারে আসবাবপত্র, টিভি, ফ্রিজ, ২ ভরি গহনা, ১৫০ শতাংশ জমি ও ১০ শতক জমির ওপর পাকা বাড়ি। এখন সবই স্মৃতি।

সমৃদ্ধি কর্মসূচী

টেকসই দারিদ্র দূরীকরণ এবং দরিদ্র পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচী সেপ্টেম্বর ২০১৪ সাল হতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহায়তায় নড়াইল জেলার সদর উপজেলার হবখালী ইউনিয়নে ৪,২৯৫টি (খানা) পরিবারে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র জনগণকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, যুব উন্নয়ন, বয়স্কদের জীবনমান উন্নয়ন, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, বিশেষ সঞ্চয়, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, কমিউনিটি ল্যাট্রিন, অগভীর নলকূপ ও কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত এবং প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন যাতে তাঁরা নিজেদের মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম করে তুলতে সক্ষম হয়।

কর্মসূচী বাস্তবায়ন ঃ নির্বাহী পরিচালকের দিক নির্দেশনায় কেন্দ্রীয় ফোকাল পার্সনের তত্বাবধানে মোট ৪৮ জন কর্মকর্তা/কর্মীদের সমন্বয়ের মাধ্যমে এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে।

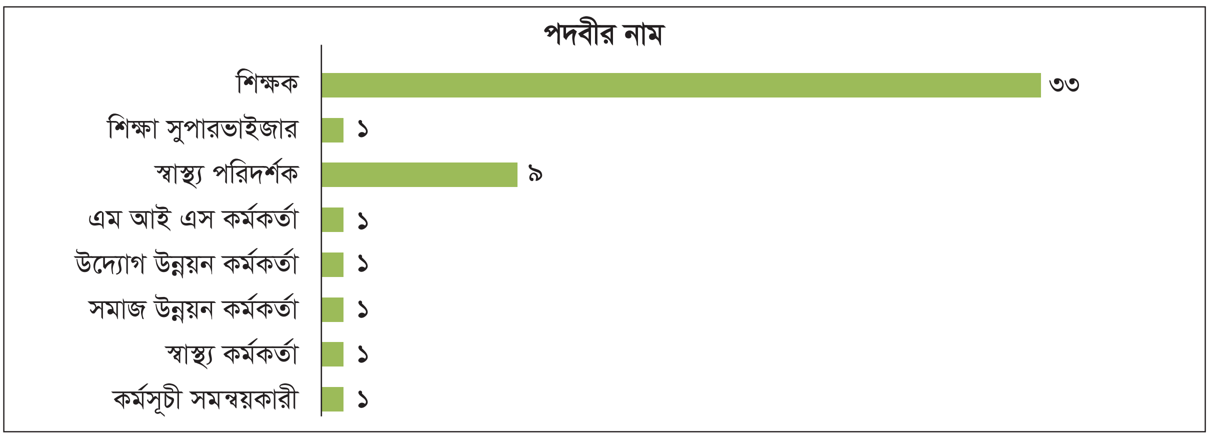

স্বাস্থ্য সেবাকার্যক্রম ঃ নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের মাঝে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

মা-শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা ঃ মা দের স্বাস্থ্যসেবার আওতায় সক্ষম দম্পতিকে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন সেবাসমূহ গ্রহণের পাশাপাশি বিভিন্ন জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণ ব্যবহারের পরামর্শ ও আগ্রহী করে তোলার ফলে মোট ২,৮৬৫ জন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। ১,৮৩৮ জন গর্ভবতী মাকে ২৫,৬০০ টি ক্যাপসুল (আয়রন, ফলিক এসিড ও জিংক) এবং ৩১৩ জন গর্ভবতী ও প্রসুতি মাকে বিতরণ করা হয়েছে।

পুষ্টি সেবার আওতায় ৮১১ জন শিশুকে ৯,৫৮০টি পুষ্টিকনা, ৩১,৪৯৬ টি কৃমিনাশক ট্যাবলেট এবং ১৬৯ জনকে ৩,২০০টি ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে।

ডায়াবেটিক ঃ স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ মাঠ পর্যায়ে খানা পরিদর্শনের সময় এলাকার লোকজনকে ডায়াবেটিক সম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি ডায়াবেটিক পরীক্ষা করে থাকে। এ পর্যন্ত ৩,০৩১ জনকে ডায়াবেটিক পরীক্ষা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবা কার্ড ঃ এলাকার জনগণ যাতে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করতে পারে এই উদ্দ্যেশে ৪,২৯৫টি পরিবারের মধ্যে পারিবারিক “স্বাস্থ্য সেবা কার্ড” প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১,৮৭৫ টি স্বাস্থ্য সেবা কার্ড নবায়ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা কার্ডের মেয়াদ শেষ হলে পুনরায় ১০০ টাকা দিয়ে নতুন স্বাস্থ্য সেবা কার্ড নবায়ন করতে হয়।

স্বাস্থ্য পরিদর্শক একজন মায়ের প্রেসার মাপছেন

স্বাস্থ্যসেবা কার্ডের সেবাসমূহ ঃ

- স্ট্যাটিক ক্লিনিকে বিনামূল্যে নিয়মিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করতে পারে।
- সাপ্তাহিক স্যাটেলাইট ক্লিনিকে এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্বাস্থ্য ক্যাম্পে বিনামূল্যে সেবা গ্রহণ করতে পারে।
- বিনামূল্যে কৃমিনাশক, ক্যালসিয়াম, আয়রন ও পুষ্টিকনা জাতীয় ঔষধ পেয়ে থাকে।
- দৃষ্টিহীন রোগীকে বিনামূল্যে চোখের ছানী অপারেশনের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়।
- সংস্থার নির্ধারিত ফোন নাম্বারে কল করে ২৪ ঘন্টা জরুরী স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে থাকে।

খানা পরিদর্শন ঃ সমৃদ্ধি কর্মসূচী এলাকায় মোট ৪,২৯৫টি খানা রয়েছে। বর্তমানে সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় ০৯ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক রয়েছেন যারা প্রতি দিন ২০ টি খানা পরিদর্শন করে বিভিন্ন সচেতনতা ও পরামর্শ সেবা স্বাস্থ্যসেবা কার্ডে লিপিবদ্ধ করে। খানা পরিদর্শনের সময় স্বাস্থ্য পরিদর্শকের কাছে ওজন ও প্রেসার মাপার মেশিন, ডায়াবেটিস পরীক্ষার যন্ত্রপাতি, মুয়াক টেপ, কটন, হেক্সিসল, গজ, ব্যান্ডেস প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকে।

সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে রোগী দেখছেন

স্ট্যাটিক ক্লিনিক ঃ সংস্থার সমৃদ্ধি অফিসে প্রতি দিন দুপুরের পরে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা গর্ভবতী মায়েদের গর্ভবস্থায় যত্ন, উচ্চ রক্তচাপ, জ্বর, আমাশয়, ডায়রিয়া, ডায়াবেটিক চেক-আপ এবং সাধারণ রোগের চিকিৎসা এবং পরামর্শ প্রদান করে। এ পর্যন্ত ৮১৮টি স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে ৫,৭৫২ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। জটিল এবং কঠিন রোগের ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে জরুরী প্রয়োজনে সরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয়। স্ট্যাটিক ক্লিনিকে নেবুলাইজার মেশিনে শ্বাসকষ্টের কারণে শিশুদের নিরাময়ে সহায়তা করা হচ্ছে।

স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ডাক্তার রোগী দেখছেন

স্যাটেলাইট ক্লিনিক ঃ রোগীর চাহিদার ভিত্তিতে ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে প্রতি সপ্তাহের নির্ধারিত দিনে স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা হয়। স্যাটেলাইট ক্লিনিকে এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। মধ্যবর্তী কোন যোগাযোগের প্রয়োজন হলে নড়াইল সদর হাসপাতালের ১১৯ নং রুমে সরাসরি ডাক্তারের সাথে সাক্ষাৎ করে পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে। এই অর্থবছরে মোট ৪৮টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ১,৬৫৭ জন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৭৬ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক এর আয়োজন করা হয় এবং সেখানে ৫৭২০ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়।

নাক কান গলা স্বাস্থ্য ক্যাম্পে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রোগী দেখছেন

বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্প ঃ প্রতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য ক্যাম্প করা হয়। এই অর্থবছরে ৪টি বিশেষ ক্যাম্পের (মেডিসিন, গাইনী, চক্ষু ও নাক কান গলা) মাধ্যমে মোট ৪৫২ জনকে এবং এ পর্যন্ত ১৬টি বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজনের মাধ্যমে ২,২১৭ জন রোগীর সেবা প্রদান করা হয়েছে।

বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প ঃ এই অর্থ বছরে ২০ জন রোগীকে বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন করা হয়। অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ছানি অপারেশন করা হয়। এই পর্যন্ত ৭০ জনকে বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন করা হয়।

কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম

উদ্যমী সদস্য (ভিক্ষুক) পুনর্বাসন ঃ এই অর্থ বছরে ২ জন সহ এপর্যন্ত মোট ৪ জন উদ্যমী সদস্যকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। পুনর্বাসন করার জন্য প্রতিটি পরিবারের জন্য এক লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে। অনুদানের টাকায় সদস্যরা ইঞ্জিনচালিত ভ্যান, জমি বন্ধক, গাভী ক্রয়, ছাগল ক্রয়, গোয়াল ঘর তৈরী, কাপড়ের ব্যবসা, আবাসিক ঘর মেরামত কাজে ব্যবহার করেছে। বর্তমানে উদ্যমী সদস্যদের দৈনিক আয় বেড়েছে। ভিক্ষাবৃত্তি থেকে তারা সরে এসে সামাজিক ভাবে গ্রহণযোগ্যতা ফিরে পেয়েছে।

বিশেষ সঞ্চয় ঃ অতিদরিদ্র, ভিক্ষুক, দুস্থ মহিলা পরিবার প্রধান এবং পরিবারের প্রতিবন্ধী সদস্যরা ভৌত সম্পদ ক্রয় এবং উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করে সম্পদ ও সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সদস্যরা প্রতি মাসে নিয়মিত ২০০- ৮০০ টাকা করে ২৪ মাসে সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত জমাকৃত অর্থের সমপরিমাণ (সর্বোচ্চ ২০ হাজার) অর্থ সংস্থা হতে প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত মোট ১৫ জনকে বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৫ জন সদস্যের মেয়াদপুর্তি শেষে বিশেষ সঞ্চয়ের টাকা ফেরৎ প্রদান এবং ৬২,৪০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ৫ জনের সর্বমোট পুঁজির পরিমাণ ১,২৪,৮০০ টাকা। এতে প্রমানিত হয়, সঞ্চয় মানুষের পুঁজি সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

পরিবার ভিত্তিক ল্যাট্রিন স্থাপন ঃ স্বাস্থ্য সেবার গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে স্যানিটারী ল্যাট্রিন। কিন্তু দরিদ্র পরিবারসমুহের অনেকেই স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করে না। স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহার না করার ফলে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের পানিবাহীত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। চরম দরিদ্র পরিবারসমূহকে চলতি অর্থ-বছরে ১০০টি এবং এ পর্যন্ত মোট ৩০০টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনে সহায়তা করা হয়। প্রতিটি স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনে ২ হাজার টাকা করে এ পর্যন্ত মোট ৬ লক্ষ টাকা সহায়তা করা হয়।

কমিউনিটি ভিত্তিক ল্যাট্রিন স্থাপন

কমিউনিটি ল্যাট্রিন, অগভীর নলকূপ ও কালভার্ট নির্মাণ বা মেরামত ঃ

হবখালী ইউনিয়নের পবিত্র স্থানগুলোতে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন গ্রামের মসজিদ, মন্দির এবং মাদ্রাসায় ২৯টি ল্যাট্রিন স্থাপন এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ১৭টি অগভীর নলকূপ স্থাপন ও মেরামত এবং ২টি ব্রীজ ও ১টি কালভার্টসহ মোট ৪৯টি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এই কার্যক্রম সংস্থা এবং কমিউনিটির অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। ৪৯টি কমিউনিটি ভিত্তিক কার্যক্রমের জন্য সংস্থার মোট ব্যয় হয়েছে ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা এবং কমিউনিটির পক্ষ থেকে ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। এই কার্যক্রমে সর্বমোট ৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে।

পারিবারিক ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য উপকরণসমূহ

আদর্শ বাড়ি নির্মাণ ঃ বসতবাড়ির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সারাবছর শাকসবজি এবং ফলমুল উৎপাদন ও পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বিক্রি করে বাড়তি আয় করতে পারে সেই লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ১০টি "আদর্শ বাড়ি" মডেল আকারে তৈরী করা হয়। আদর্শ বাড়িতে সাজনা, লেবুসহ ফলজ, বনজ, মসলা (আদা, হলুদ, পেয়াজ) ঔষধি (বাসক, তুলসী, নিম) গাছ, বেড পদ্ধতিতে সবজি চাষ এবং মাচায় সবজি চাষ করা হয়। জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য প্রতিটি বাড়িতে

কম্পোস্ট সার তৈরী করা হচ্ছে। তাছাড়া গবাদি পশু-পাখি পালন, পুকুরে মাছ চাষ, কেঁচো সার তৈরী ও নিজস্ব চাহিদা পূরণ পরবর্তী বিক্রির ব্যাপারে সংস্থার কৃষি কর্মকর্তা, দলীয় সদস্য যারা কৃষির সাথে সরাসরি জড়িত তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে আদর্শ বাড়ি তৈরীতে সহায়তা করছে।

সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ঃ ওয়ার্ড ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম টেকসইভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতি ওয়ার্ডের স্থানীয় মেম্বারকে সভাপতি করে **১১** সদস্য বিশিষ্ট ৯টি ওয়ার্ডে "ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি" গঠন করা হয়। কমিটির মেয়াদ ২ বছর। কমিটির মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এপর্যন্ত ৯টি ওয়ার্ড কমিটিতে সর্বমোট ২০২টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিটির কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন, সামাজিক সচেতনতা, যুব উন্নয়ন, সিনিয়র সিটিজেন, বাজারজাত, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং এলাকার উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সমৃদ্ধি ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি ঃ ওয়ার্ড কমিটি তাঁদের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে যে সমস্যার সম্মুখিন হয় তার সমাধান বিষয়ে এবং ষান্মাসিক পরিকল্পনা নিয়ে ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটিতে আলোচনা করা হয়। যে সকল ক্ষেত্রে ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি সমাধান করতে বা পরামর্শ প্রদানে অসার্মথ হয় সেক্ষেত্রে উপজেলা প্রশাসন/জেলা প্রশাসনের সহায়তা নেয়া হয়। ষান্মাসিক ভিত্তিতে এই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। চলতি অর্থ বছরে ২টি ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি সভা করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত ৩ জন মহিলা সদস্য, ৯টি ওয়ার্ডের ৯ জন মেম্বার, সমৃদ্ধি ওয়ার্ড কমিটি থেকে ৯ জন এবং ইউনিয়ন পরিষদের সচিব **১** জন ও ২ জন গ্রাম পুলিশকে নিয়ে মোট ২৫ সদস্য বিশিষ্ট ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়।

সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর নির্মাণ ঃ সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সভা, এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পর্যালোচনা, শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, স্বাস্থ্য ক্যাম্প এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৯টি ওয়ার্ডের সুবিধাজনক ও জনবহুল স্থানে ৯টি "সমৃদ্ধি কেন্দ্র" নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ভিক্ষুকের বদলে কৃষক ফারুক মোল্লা

একদিন স্কুল থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে রিতা বলে ‘আর স্কুলে যাবো না, সবাই আমাকে ভিখারীর মেয়ে বলে’। রিতার বাবা-মা আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারে না ভাবে সত্যিতো সে ভিক্ষারীর মেয়ে। রিতার বাবা ফারুক মোল্লা একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ভিক্ষে করে সংসার চালায়। ভাগ্যের পরিহাসে তাঁকে বিয়ে করতে হয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী রেহেনা বেগমকে। এক সময় যখন তাঁর সংসার বড় হতে থাকে তখন যৌথ পরিবার থেকে আলাদা করে দেয়া হয় তাদের। ভিক্ষা ছাড়া জীবন চালানো আর কোন উপায় নেই। এই কারনে সামাজ তাঁদের আলাদা করে দেয়। এমন অবস্থায় ২০১৬ সালে এডিআই এর সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় উদ্যমী সদস্য হিসেবে নির্বাচন করে ফারুক মোল্লাকে। ১ লক্ষ টাকার সমমূল্যের ৩০ শতক বন্ধকী জমি, ১টি ছাগল ও ২টি গরু এবং ভিক্ষাবিহীন জীবনে অভ্যস্থ করতে সহযোগীতা করে।

উদ্যমী সদস্য হিসেবে কাজ করার দুই বছর পর এখন তাঁর চারটি গরু ও চারটি ছাগল, ৮২ শতক জমি বন্ধক নিয়ে কৃষি কাজ করে আর জমানো ১৫ হাজার টাকা পুঁজি করে শীত মৌসুমে বাজারে ডিম এবং বর্ষা মৌসুমে মাছ বিক্রি করে। লাভ থেকে সংস্থায় বিশেষ সঞ্চয় করে প্রতিমাসে ২০০ টাকা করে। এছাড়াও ৩০ টাকা করে নিয়মিত সঞ্চয় দিয়ে তার স্ত্রীর নামে মোট সঞ্চয় জমা করেছে ১৫৬৮ টাকা। তাঁর এই উন্নতি দেখে সমাজের মানুষরা তাদের কাছে আসে শুনতে চায় দিন বদলের কাহিনী। ফারুক মোল্লা বলে, ‘এডিআই এর সহযোগীতায় আজ নিজের উপার্জনে পরিবার নিয়ে দুইবেলা ভাত খেতে পারি, কারো কাছে হাত পাততে হয় না, আর আমার সন্তানদের কেউ বলে না ভিক্ষুকের মেয়ে।’

উন্নয়নে যুবসমাজ

দারিদ্র্যমুক্ত, মানব সক্ষমতায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও নৈতিক বিষয়ে যুবকদের সচেতন,আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এবং দায়িত্বশীল সু-নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কার্যক্রমে কিশোর- কিশোরীদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া নারী প্রধান অতিদরিদ্র পরিবার, বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত পরিবারের যুব সদস্যসহ মাদকে আসক্ত যুব, গৃহহীন ও বস্তীবাসীর যুবদেরকে সম্পৃক্ত করে মোট ৭৪৬ জনকে সদস্য করা হয়েছে। মোট ৪২১ জন যুব-যুবতীদের ২ দিন ব্যাপী যুব সমাজের আত্ম উপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

যুবকরা এলাকায় সামাজিক সচেতনতা মূলক কাজ যেমন - মাদক, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, বহুবিবাহ, ইভটিজিং থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখে এ সকল বিষয়ে সামাজিক প্রতিরোধে র‌্যালি, আলোচনা সভার আয়োজন করছে। তাছাড়া পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে তালবীজ ও বিভিন্ন গাছের চারা রোপন, গাছে গাছে পাখির বাসার জন্য কলস বেঁধে দেয়া, বাসকের চারা রোপন, শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন, শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ, গরীব দুঃখীদের মাঝে শেমাই চিনি বিতরণ, রক্তদান কর্মসূচী, ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান ও সহায়তা প্রদান করেছে।

শিশু-শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র

শিশু-শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য হল শিশু শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের স্বপ্ন ও আগ্রহ তৈরী, নৈতিক শিক্ষা প্রদান, স্কুল ভীতি দূর করা এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ করা। দরিদ্র পিতা-মাতা নিরক্ষর বিধায় সন্তানদের পড়া তৈরীতে সহায়তা করতে পারে না, ফলে সন্তানরা স্কুলে সন্তোষজনক ফলাফল করতে না পারায় সহপাঠিদের সামনে লজ্জা পেয়ে স্কুলে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। এলাকার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যায়নরত সমৃদ্ধি কর্মসূচীর ৮৩২ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ৩৩টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিচালনা করছে। কেন্দ্রসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রতি মাসে শিক্ষক-অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া শিক্ষা সুপারভাইজার প্রতি মাসে ২ বার শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করে। পরিদর্শনের সময় পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠ্যদান পদ্ধতি, পরিস্কার পরিচ্ছনতা, মৌলিক ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি পর্যবেক্ষন করে এবং মনিটরিং খাতায় পরামর্শ দিয়ে থাকে। শুক্রবার এবং সরকারী ছুটি ব্যতিত প্রতিদিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে ২ ঘণ্টা পাঠ্যদান চলে। শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

সমৃদ্ধি শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষক পাঠদান করছেন।

প্রশিক্ষণ

স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রশিক্ষণ ঃ

মাঠপর্যায়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৯ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শককে ০৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাছাড়া স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের ডায়াবেটিক পরীক্ষা বিষয়ে দিনব্যাপি ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। ফলে মাঠ পর্যায়ে ডায়াবেটিক রোগীদের সঠিক পরীক্ষা করতে সক্ষম হচ্ছে। স্তন ও জরায়ু ক্যান্সার প্রাথমিকভাবে রোগী সনাক্তকরণ বিষয়ে এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা দিনব্যাপি ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ঃ

শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে মাঠপর্যায়ে পরিচালনার জন্য চলতি অর্থ-বছরে ৩৩ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের ফলে শিক্ষকগণ বাংলা, গণিত এবং ইংরেজী বিষয়ে পড়ানোর কৌশল এবং বর্ণ থেকে শব্দ, শব্দ থেকে বাক্য তৈরীর বিষয়গুলো সর্ম্পকে শিশুদের দক্ষতার সাথে জ্ঞান দান করতে পারে। তাছাড়া নৈতিক শিক্ষার বিষয়সমূহ সর্ম্পকে ধারনা প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণরত অবস্থায় শিক্ষকগণ

আইজিএ প্রশিক্ষণ ঃ

সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় ঋণী সদস্যদের মোট ৫টি বিষয়ের উপর ৯টি ব্যাচে ২১৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিষয়সমূহ যথাক্রমে-(ক) জৈব পদ্ধতিতে শাক-সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৩টি ব্যাচে ৭৫ জন (খ) গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২টি ব্যাচে ৪৫ জন (গ) হাঁস- মুরগী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২টি ব্যাচে ৪৫ জন (ঘ) পুকুরে মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১টি ব্যাচে ২৫ জন (ঙ) ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদন ১টি ব্যাচে ২৫ জন। এ ধরণের প্রশিক্ষণের ফলে সদস্যদের আগ্রহ বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয়বর্ধনমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত করার ফলে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা সম্ভবপর হচ্ছে।

উপজেলা মৎস কর্মকর্তা মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

উন্নয়ন মেলা ঃ

জেলা প্রশাসন, নড়াইল কর্তৃক ১১-১৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে ৩ দিন ব্যাপি উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় এডিআই সহ ৬৯টি সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। মেলায় এডিআই এর সমৃদ্ধি কর্মসূচীর বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কার্যক্রমসমূহ তুলে ধরা হয়। পরবর্তীতে বিচারক মন্ডলীগণের সরেজমিনে স্টল পরিদর্শন ও প্রদত্ত নম্বরের ভিত্তিতে এডিআইকে শ্রেষ্ঠ স্টল নির্বাচন করে এবং অভিনন্দন স্বরুপ ক্রেস্ট প্রদান করে।

সরকারী কর্মকর্তাগণ উন্নয়ন মেলার স্টল পরিদর্শন করছেন।

কৃষি ইউনিট

কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত জনগণের আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষিজ ফলন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্যতা হ্রাস এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৪ সাল থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগীতায় "কৃষি ইউনিট কার্যক্রম" বাস্তবায়ন করছে। সংস্থার সদস্যদের মধ্যে যারা আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহী তাদের থেকে চাষী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী প্লট বাস্তবায়নে আর্থিক এবং কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জেলার নাম	উপজেলার নাম	শাখার নাম	ইউনিয়ন সংখ্যা	গ্রাম সংখ্যা
কুমিল্লা	চান্দিনা	চান্দিনা	৭	২৪
		নবাবপুর	৪	১৬
		মহিচাইল	৪	৩৫
	দেবিদ্ধার	ধামতি	৪	১৬
মোট			১৯	৯১

চাষীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ঃ মোট ৮টি ব্যাচের মাধ্যমে চলতি অর্থ বছরে ২০০ জন এবং এ পর্যন্ত ৬৫০ জনকে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বসতবাড়িতে সবজি চাষ, মানসম্মত ধানের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ,জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ, কম্পোস্ট সার উৎপাদন, ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন এবং গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করে ধান চাষ ইত্যাদি বিষয় সমূহ প্রশিক্ষনে অর্ন্তভুক্ত ছিল।

প্রদর্শনী বাস্তবায়ন ঃ চাষী পর্যায়ে আধুনিক এবং নতুন প্রযুক্তিগত জ্ঞানের পাশাপাশি উচ্চফলনশীল ও পরিবেশ উপযোগী জাত সম্প্রসারণের জন্য প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। চলতি অর্থ বছরে ১১৬টি এবং এ পর্যন্ত ৩৮৬টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তাছাড়া অনুসরণীয় চাষী কর্তৃক খাত ভিত্তিক মোট ৪৩৯টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন এবং চলমান রয়েছে।

একনজরে বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর তথ্যসমূহ ঃ

ক্রমিক নং	প্রযুক্তির নাম	সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা	অনুসরণীয় চাষী কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রদর্শনী সংখ্যা	সর্বমোট
১	কম্পোস্ট	২৩	১৪	৩৭
২	ট্রাইকো কম্পোস্ট	১০	২	১২
৩	ফেরোমন ফাঁদ	৩৮	৩৬	৭৪
৪	ধান চাষে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার	১৮	১২	৩০
৫	মানসম্পন্ন ধানবীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ	১৫০	২১০	৩৬০
৬	উচ্চ ফলনশীল ও উচ্চমূল্যের ফসল জাত প্রচলন	২১	৯	৩০
৭	বসতবাড়িতে সারাবছর সবজি ও ফলমূল উৎপাদন	৯০	১১৯	২০৯
৮	গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ	৩	০	৩
৯	নিরাপদ ফসল উৎপাদনে সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনা (GAP)	১৩	৬	১৯
১০	সবজি চাষে গুটি ইউরিয়া	৪	২	৬
১১	প্রাকৃতিক আলু সংরক্ষণাগার	১	০	১
১২	জিরু এনার্জি কুল চেম্বার	১	০	১
১৩	জমির আইলে সবজি উৎপাদন	৮	২৪	৩২
১৪	পোরাস পাইপ	৬	১	৭
	মোট	**৩৮৬**	**৪৩৫**	**৮২১**

কৃষি ইউনিটের আওতায় কার্যক্রম

কম্পোস্ট সার প্রদর্শনী ঃ রাসায়নিক সার ব্যবহার কমিয়ে কম্পোস্ট সার ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মোট ৩৭টি কম্পোস্ট সার প্রদর্শনী স্থাপনে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগীতা প্রদান করা হয়। প্রদর্শনী হতে ৬১ টন জৈব সার উৎপাদন হয়েছে। চাষী কর্তৃক উৎপাদিত কম্পোস্ট সার ধান এবং সবজি চাষে ব্যবহার করেছে ৫২ টন এবং ৯ টন বিক্রী করেছে।

ট্রাইকো কম্পোস্ট ঃ ট্রাইকো কম্পোস্ট এক প্রকার জৈব সার। এই সার ফসলের পচন রোগ প্রতিরোধ করে। এ পর্যন্ত মোট ১২টি প্রদর্শনী স্থাপনে কারিগরী ও আর্থিক সহযোগীতা প্রদানের মাধ্যমে ১১ টন জৈব সার উৎপাদন করা হয়েছে।

ধান এবং সবজিচাষে গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদর্শনী স্থাপন ঃ ধান চাষে গুড়া ইউরিয়া ছিটিয়ে প্রয়োগ করার ফলে ৭০% পর্যন্ত অপচয় হয়ে থাকে পক্ষান্তরে গুটি ইউরিয়া সরাসরি মাটির নীচে ব্যবহারের ফলে তুলনামুলক অপচয় কম এবং মৌসুমে একবার ব্যবহার করলেই ফলন ৫-১০% বৃদ্ধি পায়। চলতি বছর ৭১ একর জমিতে ২৮টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। তাছাড়া চলতি বছর ৪টি প্রদর্শনীর আওতায় ১১ শতাংশ জমিতে করলা, লাউ, শশা এবং বেগুনের ক্ষেতে প্রযুক্তিটি ব্যবহার করা হয়েছে।

মানসম্মত ধান বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রদর্শনী ঃ মানব সভ্যতার আদিকাল হতে ফসলের বীজ নির্বাচন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজের সাথে নারীরা সরাসরি যুক্ত। চলতি বছর ১৫০ নারী চাষীকে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী কর্তৃক উদ্ভাবিত "মারিয়া মডেল"প্রযুক্তিটি অনুসরণ করে ৯২টি প্রদর্শনী প্লট থেকে ২৫২ মন বীজ সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রযুক্তিটি সহজ, সাশ্রয়ী এবং কৃষক বান্ধব হওয়ায় ২১০ জন অনুসরণীয় চাষী মূল চাষীকে অনুসরণ করছে।

উচ্চ ফলনশীল নতুন ফসলজাত প্রচলনের জন্য প্রদর্শনী প্লট স্থাপন ঃ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে উচ্চফলনশীল জাত (স্থানীয় জাতের শশা, বারি মালটা ১, পেপে রেডলিডি, বেটি বেগুন ও ঝিকঝাক বেগুন, ধান ৬২, ৫৮ ও কেপসিকাম এবং কপি সনুষ্টার ইত্যাদি) মোট ১৭.৯ একর জমিতে ১৬টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রযুক্তিটি লাভজনক হওয়ায় এর ফলাফলে ১১ জন অনুসরনীয় চাষী তৈরী হয়েছে।

বসত বাড়ীতে শাক-সব্জী চাষ ঃ বাড়ির আঙ্গিনায় সারা বছর ব্যাপি পরিকল্পিত ভাবে শাকসবজি এবং ফলমুল চাষে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য চলতি বছর অনুসরণীয় চাষীসহ মোট ২০৯ জন সদস্যের বসতবাড়িতে ২৫৩ শতাংশ জায়গায় প্রযুক্তিটি চলমান রয়েছে। প্রদর্শনীর ফলে এপর্যন্ত ১১৯ জন অনুসরণীয় চাষী এই প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করছে।

ফেরোমন ফাঁদ এর ব্লক প্রদর্শনী ঃ সেক্স ফেরোমন ফাঁদ সবজির ক্ষতিকারক পোকা দমনে একটি কার্যকর পদ্ধতি। ক্ষতিকর পূরুষ পোকা এই গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ফাদেঁ যাওয়ার পর পানিতে পরে মারা যায়। এই জৈবিক পদ্ধতি ৭৪ জন চাষী ৬৫ একর জমিতে ব্যবহার করেছে। ফলে ক্ষতিকর পোকার আক্রমন কম হওয়ায় চাষীদের এই প্রযুক্তি ব্যবহারে এলাকায় আগ্রহ বেড়েছে।

সবজি চাষে ফেরোমন ফাদ ব্যবহার

জৈব উপায়ে সবজি উৎপাদন ঃ রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক ব্যবহার না করে জৈব উপায়ে সবজি উৎপাদন বিষয়ে কৃষকদের ধারনা এবং ব্যবহার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এই প্রযুক্তিতে প্রাকৃতিক উপায়ে পোকাদমন (বায়োপেস্টিসাইড হিসাবে নিম পাতার রস, মেহগনি গাছের ফলের বীচি, ট্রাইকোডার্মা সাসপেনশন) এবং জৈব সার (ট্রাইকো কম্পোস্ট এবং ভার্মি কম্পোস্ট) ব্যবহারের মাধ্যমে ৭টি প্রদর্শনী বাস্তবায়িত হয়েছে। এর ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে ৫ জন অনুসরণীয় চাষী তৈরী সম্ভব হয়েছে।

জৈব উপায়ে সবজি উৎপাদন

প্রাকৃতিক উপায়ে আলু সংরক্ষণ ঃ এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রাকৃতিক ভাবে তাপমাত্রা ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রন করে ৫ মাস পর্যন্ত গোল আলু সংরক্ষণ করা সম্ভব বিধায় এলাকার এক জন কৃষকের দ্বারা ১টি প্রদর্শনী তৈরী করা হয়। এতে প্রায় ২০০ মন আলু সংরক্ষণ করে বছরে প্রায় ৩৫,০০০/ টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে এলাকায় কয়েকজন চাষী আগামী বছর প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নের আগ্রহ দেখাচ্ছে।

মাঠ দিবস উদযাপন ঃ মাঠ পর্যায়ে কৃষক কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণে সংস্থা এ অর্থ বছরে **১২**টি মাঠ দিবস আয়োজন করেছে। ফেরোমন ফাঁদ প্রযুক্তি ব্যবহার, উচ্চ ফলনশীল নতুন ফসলজাত প্রচলনের উপর গুরুত্ব প্রদান করে ব্রি ধান−৬২ ও ৫৮ চাষ, বারি মালটা ১, রেডলিডি পেপে, বেগুন ঝিকঝাক, কেপসিকাম এবং কপি সনুষ্টার এবং গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের উপর প্রাধান্য দিয়ে মাঠ দিবসগুলো আয়োজন করেছে।

কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র ঃ সংস্থা কর্মএলাকায় "কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র" স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিজ প্রযুক্তির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কৃষকদের আলোচনা এবং পরামর্শ সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সংস্থা চলতি অর্থবছরে ৭টি পরামর্শ সভা সহ এপর্যন্ত ৪২টি সভার মাধ্যমে **১**,৫৮২ জন চাষীকে পরামর্শ প্রদান করেছে। উক্ত পরামর্শ সভায় উপজেলা কৃষি, মৎস্য, প্রানিসম্পদ কর্মকর্তাগণ এবং সংস্থার কারগরি কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে পরামর্শ প্রদান করে। বলা চলে কৃষকরা দৌড়গোড়ায় পরামর্শ পেয়ে থাকে।

মৎস্য ইউনিট

বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদের বিপুল সম্ভাবনা থাকা স্বত্বেও কৃষকদের আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে মাছের উৎপাদন আশানুরুপ হচেছ না। এলাকার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে এলাকার ডোবা/ পরিত্যাক্ত পুকুর মাছ চাষের আওতায় এনে চাষীদের মাছ চাষে দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সংস্থা ২০১৪ সাল হতে ফাউন্ডেশনের সহায়তায় মৎস্য ইউনিটের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

সংস্থার মৎস্য কর্মকর্তা পুকুরের পানি পরিক্ষা করছে

জেলার নাম	উপজেলার নাম	শাখার নাম	ইউনিয়ন সংখ্যা	গ্রাম সংখ্যা
কুমিল্লা	চান্দিনা	চান্দিনা	৭	২৪
		নবাবপুর	৪	১৬
		মহিচাইল	৪	৩৫
	দেবিদ্ধার	ধামতি	৪	১৬
	মোট:		**১৯**	**৯১**

চাষীদের প্রশিক্ষণ ঃ মৎস্য ইউনিটের আওতায় আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার উপর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৪ টি ব্যাচের মাধ্যমে ১০০ জনকে এবং এ পর্যন্ত সর্বমোট ৩২৫ জনকে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

চলতি অর্থ বছরে প্রদর্শনীর উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য ঃ

প্রযুক্তির নাম	প্রদর্শনীর লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	আয়তন (শতাংশ)	মাছের উৎপাদন (কেজি)	সবজির উৎপাদন (কেজি)
কার্প- মলার মিশ্রচাষ ও পুকুর পাড়ে সবজি চাষ	১০	১০	২৩৭	৪৭৪০	১২০৯
কার্প ও গলদা চিংড়ী মিশ্রচাষ এবং পাড়ে সবজি চাষ	১৫	১৫	২৮৪	৫১১২	১০৬৭
দেশী -শিং মাগুর, ট্যাংরা, পাবদা, গুলশা ও কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ এবং পাড়ে সবজি চাষ	১৫	১৫	২৮৭	৪৫২২	৭৮৯
দেশী কৈ/ ভিয়েতনাম কৈ এর একক চাষ বা কার্প মাছের সাথে মিশ্রচাষ এবং পাড়ে সবজি চাষ	১০	১০	১২৯	১৫৪৮	৭৫৬
কুচিয়া চাষ বা কুচিয়া মোটাতাজাকরণ	২০	২০	২১	৪৫০	০
কার্প ফ্যাটানিং	৫	৫	১৪২	৩৬৯২	৫৬০
ভিয়েতনাম পাঙ্গাস ও কার্প মিশ্রচাষ	৫	৫	১৩৬	৫৯২০	৬৫৬
রাক্ষুসে মাছের মিশ্রচাষ	৫	৫	৮২	৯৮২	৫২৬
নার্সারী/পোনা মাছের চাষ	৫	৫	৬৪	৭৮০	০
মোট	**৯০**	**৯০**	**১৩৮২**	**২৭৭৪৬**	**৫৫৬৩**

১. **পুকুরে কার্প-মলা মিশ্র চাষ ও পাড়ে শাকসবজি চাষ ঃ** ১০জন চাষী নির্বাচন করে ২৩৭ শতাংশ পুকুরে কার্পের সাথে মলার মিশ্রচাষ করা হয়েছে এতে ৪,৭৪০ হাজার কেজি মাছ উৎপাদন হয় এর মধ্যে মলা ১৪৭ কেজি। তাছাড়া পাড়ে শাকসবজি উৎপন্ন হয় ১,২০৯ কেজি। প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে নীট লাভ হয়েছে ২.৫৩ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত ১৫ জন অনুসরন চাষী এই প্রযুক্তি আওতায় পুকুরে মিশ্রচাষ করছে।

চাষী জাল মেরে মাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করছে

২. **কার্প ও গলদা মিশ্রচাষ পাড়ে শাকসবজি চাষ ঃ** প্রযুক্তির আওতায় ১৫ জন চাষী ২৮৪ শতাংশ পুকুরে কার্পগলদা মিশ্রচাষ করে কার্প ৫১১২ কেজি এবং গলদা ৩৫৬ কেজি উৎপাদন করে। তাছাড়া পাড়ে শাকসবজি চাষ করে ১,০৬৭ কেজি সবজি উৎপন্ন করে। চাষীদের বক্তব্য গলদা মাছের যথেষ্ঠ চাহিদা রয়েছে এবং বাজারে এই মাছ বিক্রি করে অর্থনৈতিক ভাবে অধিক লাভবান হওয়া সম্ভব। এ পর্যন্ত ১২ জন অনুসরণ চাষী এই প্রযুক্তির আওতায় মিশ্রচাষ করছে।

কার্প ও গলদা চিংড়ী মিশ্রচাষ প্রর্দশনী পুকুর

৩. **দেশী শিং-মাগুর-ট্যাংরা এবং কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ ও পাড়ে শাকসবজি চাষ ঃ** এই প্রযুক্তির আওতায় ১৫ জন চাষী ২৮৭ শতাংশ পুকুরে মিশ্রচাষ করে কার্প ৪,০২২ কেজি এবং দেশী শিং-মাগুর-ট্যাংরা ৫০০ কেজি এবং পাড়ে শাকসবজি চাষ করে ৭৮৯ কেজি শাকসবজি উৎপাদন করে। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ পর্যন্ত ২১ জন অনুসরণ চাষী এই প্রযুক্তির আওতায় মিশ্রচাষ করছে।

৪. **পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের সাথে দেশী কৈ / ভিয়েতনাম কৈ এর মিশ্র চাষ বা একক চাষ পাড়ে শাকসবজি চাষ ঃ** অত্যন্ত সুস্বাদু এই মাছকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য সংস্থা কার্প জাতীয় মাছের সাথে দেশী কৈ / ভিয়েতনাম কৈ এর মিশ্র চাষ বা একক চাষ প্রযুক্তিটি ১০ জন চাষী ১২৯ শতাংশ পুকুরে বাস্তবায়ন করছে। এতে ১,৫৪৮ কেজি কৈ মাছ এবং ৭৫৬ কেজি সবজি উৎপাদিত হয়।

৫. **কুচিয়া মোটাতাজাকরণ ঃ** কুচিয়ার বাজার মূল্য বেশী হওয়ায় এটি লাভজনক চাষ। ২০ জন চাষীর পুকুর হতে ৪৫০ কেজি কুচিয়া বিক্রি হয় যার বাজার মূল্য ১.৩৫ লক্ষ টাকা। প্রদর্শনীসমুহে মোট ব্যয় হয়েছে ৫৬ হাজার টাকা। ইতিমধ্যে ৩ জন চাষী কুচিয়া মোটাতাজাকরণে আগ্রহ প্রকাশ করে সংস্থার সার্বিক সহযোগিতা চেয়েছে।

কুচিয়া মোটাতাজাকরণ

পোনা অবমুক্তকরণ কর্মসূচী ঃ মুক্ত জলাশয়ে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও মাছের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ইউনিটের আওতায় গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ইং চান্দিনা উপজেলায় গোগড়ার জলায় বিভিন্ন প্রজাতির মোট ১৬,৫০০টি পোনা অবমুক্তকরণ করা হয়। পোনা অবমুক্তকরণের পুর্বে স্থানীয় জনসাধারনের সাথে পোনা অবমুক্তকরণের উদ্দেশ্য এবং স্থানীয় জনগণের ভুমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিল চান্দিনা উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা জনাব বিল্লাল হোসেন, ইউপি চেয়ারম্যান, সংস্থার উর্ধতন কর্মকর্তাগণ এবং স্থানীয় জনগণ।

প্রাণিসম্পদ ইউনিট

সংস্থার কর্মএলাকার জনগণকে গবাদি পশুপালনে উৎসাহী এবং লাভজনক করে তুলতে আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদি পশু পালনে সহযোগীতা করার লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর ২০১৪ইং হতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। গবাদিগশু পালনের সাথে সরাসরি জড়িত সংস্থার দলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহী খামারিদের নির্বাচন, প্রশিক্ষণ এবং প্রদর্শনী বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

প্রশিক্ষণ ঃ ইউনিটের আওতায় মোট ৩৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের মধ্যে মাচায় ছাগল পালনে ৫০ জন, গাভীপালন ৫০ এবং মাচায় ব্রয়লার/ লেয়ার পালন ৫০ এবং ভার্মি কম্পোস্ট (কেচো সার তৈরী) ২০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন ঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান, পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধি ও চামড়া বিক্রির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে ৯৬টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করেছে। প্রযুক্তি সম্প্রসারনের ফলে ছাগলকে মাচায় পালনে অভ্যাস তৈরী এবং টিকা প্রদানে জনগণের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন

গাভী পালন ঃ গাভী হতে প্রতি বছর উন্নত জাতের বাছুর এবং দীর্ঘমেয়াদী দুধ উৎপাদনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সদস্যদের মধ্যে উন্নত জাতের গাভী পালন (সিন্ধি, শাহিওয়াল ও প্রিজিয়ান) জাত উন্নয়ন, উন্নত আবাসন, কাঁচা ঘাসের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টির মাধ্যমে চলতি অর্থবছরে ৩৫টি এবং এ পর্যন্ত মোট ৮৫ প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া এই বিষয়ে মোট ১২৫ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রযুক্তির সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে ২৫ জন খামারি এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। প্রযুক্তি সম্প্রসারণের কারণে খামারীদের মধ্যে ঘাস চাষ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, গো-খাদ্য ব্যবস্থাপনা, ম্যাসটাইটিস সম্পর্কে পূর্বের তুলনায় সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সদস্য গাভী পরিচর্চা করছে

মাচায় ব্রয়লার মুরগী পালন ঃ চলতি অর্থবছরে মোট ১৫টি প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়। আধুনিক পদ্ধতিতে মাচায় মুরগি পালন এর মাধ্যমে আলোক ব্যবস্থাপনা, জীবনিরাপত্তা,সঠিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করার ফলে মাংস উৎপাদনের হার বৃদ্ধি এবং মৃত্যু হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে আসছে। খামারিদের বক্তব্য এই পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে পূর্বের তুলনায় লাভ বেশী হওয়ায় মাচা পদ্ধতি চলমান রাখার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে।

ভার্মি কম্পোস্ট (কেঁচো সার) ঃ কেঁচো সার একটি পরিবেশ বান্ধব উন্নত জৈব সার। এই সার শাকসবজি, ফল, ফুল ও সকল মাঠ ফসলে ব্যবহার করা যায়। চলতি অর্থবছরে দলীয় সদস্য এবং অনুসরনীয় চাষী সহ মোট ৩৫০টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। কেঁচো সার জমিতে ব্যবহার করে ভাল ফলন পাওয়ায় আশেপাশের অনেক চাষী এই সার তৈরীতে আগ্রহ প্রকাশ করছে।

একজন সদস্য ভার্মি কম্পোস্ট সার তৈরী করছে।

ফডার উৎপাদন ঃ দুগ্ধ উৎপাদন ও মাংস উৎপাদনের বড় অন্তরায় অপর্যাপ্ত গো-খাদ্য। চারণভূমির অভাবে গবাদিপশুকে খুব সামান্য পরিমাণে কাঁচা ঘাস খাওয়ানো সম্ভব হয়। খামারীদের ঘাস উৎপাদনে আগ্রহী করে তুলতে পারলে গো-খাদ্য সাশ্রয়ী মূল্যে উৎপাদন এবং গবাদী পশুর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব বিধায় খামারীদের ঘাস উৎপাদনে আগ্রহী করে তুলতে ২০টি প্রদর্শনী প্লট বাস্তবায়ন করা হয়।

মাচা পদ্ধতিতে হাঁস পালন ঃ কুমিল্লা এলাকার জনগণকে মাচা পদ্ধতিতে হাঁস পালনে উদ্বুদ্ধ করতে এডিআই, পিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তায় **১৩**টি হাঁসের খামার স্থাপন করা হয়। উক্ত খামারগুলোতে খাকী ক্যাম্বেল ও ইন্ডিয়ান রানার ও পেকিং জাতের হাঁস পালন করা হয়। নিয়মিত ডাক প্লেগ ও ডাক কলেরার ভ্যাকসিনেশন ও বায়োসিকিউরিটি রক্ষায় সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করায় পূর্বের তুলনায় মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে।

মাচায় লেয়ার মুরগী পালন ঃ মাচা পদ্ধতিতে লেয়ার পালন প্রযুক্তিটি এলাকায় নতুন। এই অর্থবছরে প্রযুক্তির আওতায় ২টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে ৩ জন অনুসরণীয় খামারী তৈরী হয়েছে। আধুনিক পদ্ধতিতে মাচায় মুরগি পালন এর মাধ্যমে আলোক ব্যবস্থাপনা, জীবনিরাপত্তা, সঠিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করার ফলে ডিমের উৎপাদনের হার বৃদ্ধি এবং মৃত্যু হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে আসছে।

সদস্য তার খামার থেকে ডিম সংগ্রহ করছে।

মাচায় পাঁঠা পালন ঃ ছাগল পালনে সদস্যদের আগ্রহ সৃষ্টি না হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে সঠিক সময়ে প্রজনন সুবিধার অভাব। গ্রামাঞ্চলে অনেকে লোকলজ্জার ভয়ে সাধারণত পাঁঠা পালন করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। সংস্থা এ পর্যন্ত এলাকায় ৫টি মাচা পদ্ধতিতে পাঁঠা পালন প্রদর্শনী সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এলাকায় প্রজনন সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় ছাগল পালনে এখন অনেকেই উৎসাহিত হচ্ছে।

টিকাদান কার্যক্রম ঃ গবাদিপশুর টিকা দান একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। গবাদিপশুর যে সমস্ত রোগ হয় তা প্রতিরোধ সম্ভব শুধুমাত্র টিকাদান বা ভ্যাকসিনেশনের মাধ্যমে। কেবল চিকিৎসা করে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব। নিয়মিত টিকাদানের ফলে এলাকায় গবাদিপশুর মৃত্যুর হার পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া জনগণের মধ্যে আগের তুলনায় টিকার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃমিনাশক কার্যক্রম ঃ কৃমি এক ধরনের পরজীবি যা প্রাণির উপর নির্ভর করে জীবণ ধারণ করে থাকে যা প্রাণির ক্ষতি সাধন করে থাকে। ভৌগলিক ও পরিবেশগত কারণে আমাদের দেশের গৃহপালিত পশু বিভিন্ন রকমের কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণির উৎপাদন ক্ষমতা বহুলাংশে কমে যায়। সংস্থা ডিওয়ার্মিং বা কৃমিনাশক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। চলতি অর্থ বছরে মোট ৯৬০ চাষীর মাঝে ১,৬০০টি কৃমিনাশক প্রদান করা হয়।

সংস্থার পশুপালন কর্মকর্তা খামার পরিদর্শন করছে।

কিশোরী উন্নয়ন কার্যক্রম

কৈশরকাল একজন মেয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময় উপযুক্ত পারিবারিক শিক্ষা ও সঠিক দিক নির্দেশনা পেলে অপার সম্ভাবনাময় কিশোরীর জীবন সুন্দর ও অর্থবহ নারী জীবনে বিকশিত হতে পারে। এই উপলব্ধি হতে **১৯৯৯** সাল থেকে কিশোরীদের সংগঠিত ও সচেতন করে গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে, যাতে কিশোরীরা পরিবার ও সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারায় নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারে। সংস্থা দলীয় সদস্যদের কিশোরী সন্তান, বিভিন্ন ক্লাব বা সংগঠন এবং স্কুল এর কিশোরী ছাত্রীদের নিয়ে দল গঠনের মাধমে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কিশোরী সংগঠন ঃ মাগুরা জেলার সদর উপজেলার **২**টি ইউনিয়নের **৩**টি গ্রামে মোট **১২০** জন কিশোরীকে নিয়ে **১৩**টি দল গঠন করা হয়েছে। কিশোরী সদস্যরা নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক সভায় মিলিত হয়ে সঞ্চয় তহবিল গঠন করছে। এই পর্যন্ত সদস্যরা **১,৪৯,৪০২** টাকার সঞ্চয় তহবিল গড়ে তুলেছে। এই তহবিল থেকে সঞ্চয় উত্তোলন করে কিশোরীরা আয়মুখী কাজ করছে।

কিশোরী উন্নয়ন শিক্ষা ঃ কিশোরীদের নিয়ে দলীয় সভায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আলোচনা করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: কৈশোর স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য, বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনসমূহ, কৈশোরে স্বাস্থ্য সমস্যা ও প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমন, এইচআইভি এইডস ও যৌন নিপিড়ন, বাল্য বিবাহ ও পরিবার পরিকল্পনা, শিশু জন্মগ্রহণ প্রক্রিয়া, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, নেশা / আসক্তি, মা ও শিশুর যত্ন ও টিকাদান ইত্যাদি।

এ পর্যন্ত কিশোরী ও নারীদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্য বিধি সহায়িকা (ওয়াটার এইড বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত) **১০০**টি সহায়িকা **১৩**টি দলে বিতরণ করা হয়েছে। এবছর ৫টি দলে "কৈশোর কথা" নামে কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক ৫টি বই বিতরণ করা হয়। বই এর মাধ্যমে কিশোরীরা কৈশোরের শারিরীক পরিবর্তন, মাসিক, মাদকাসক্তি, যৌন হয়রানি, এইড্স, বাল্য বিবাহ, নিরাপদ মাতৃত্ব, প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারসমূহ এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহ সম্পর্কে জানতে পারছে।

নির্মল বিনোদন ঃ বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক পরিবর্তনে নির্মল বিনোদনের ব্যবস্থা একটি সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করে। দলভূক্ত কিশোরীদেরকে উন্নয়নমূলক বিনোদন ব্যবস্থা যেমন নাচ, গান, আবৃত্তি, গল্প বলা ইত্যাদি চর্চার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত রাখা হচ্ছে, যাতে হতাশা ও বিষন্নতা থেকে তারা দূরে থাকতে পারে এবং ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া **১৩**টি দলে লুডু সরবরাহ করা হয়েছে। এতে কিশোরীরা বৈকালিক সময় কাটানোর সুযোগ পাচ্ছে।

এডিআই শিশু শিক্ষালয়

দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় গ্রাম ও শহরতলীতে অতিদরিদ্র পরিবারগুলো সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা যেন অকালে স্কুল থেকে ঝরে না পড়ে এবং তাদের মধ্যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উন্নত জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখতে পারে এই লক্ষ্যে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে ২০১৩ সাল থেকে এডিআই শিশু-শিক্ষালয় কার্যক্রম শুরু করে। এই কার্যক্রমের আওতায় বাস্তবায়ন করা হয় বৈকালীন স্কুল যেখানে দৈনিক ২ ঘণ্টা করে শিশু শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শিশুদের পাঠ তৈরিতে সাহায্য করা হয়। গ্রামে দরিদ্র বাবা-মা অশিক্ষিত বলে সন্তানদের শিক্ষার বিষয়ে তেমন আগ্রহী হয় না। এলাকার সরকারী বা বেসরকারী স্কুলে সন্তানদের ভর্তি করতে পারলেও বাড়ীতে শিক্ষার পরিবেশ না থাকা এবং নিজে পড়া তৈরী করতে না পারার কারনে পড়াশুনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে শিশুরা স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। বিষয়টি অনুধাবন করে সংস্থার কর্ম এলাকায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদেরকে এ কার্যক্রমের আওতায় এনে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করছে।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ঃ শিক্ষাসহায়তা কার্যক্রমে একজন সুপারভাইজার (শিক্ষা) ও ১৫ জন শিক্ষক কর্মরত আছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নির্বাহী পরিচালকের দিক নির্দেশনায় সুপারভাইজার (শিক্ষা) কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে কর্যক্রম বাস্তবায়ন সমন্বয় করে থাকে। সংস্থার কর্ম এলাকার অধিকতর দরিদ্র এবং নিরক্ষর শিশু এবং এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যয়নরত মোট ২০-২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে শিশু-শিক্ষালয় গড়ে তোলার মাধ্যমে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করছে। শুক্রবার ব্যতিত প্রতি দিন বিকেলে ২ ঘণ্টা করে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করানো হয়। মৌসুম ভেদে শিক্ষার্থীদের সুবিধা অনুযায়ী পাঠদান শুরুর সময় নির্ধারণ করা হয়। পাঠদানের পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা, বিনোদন ও তাদের সাংস্কৃতি প্রতিভা বিকাশের জন্য শিক্ষালয়ে ছড়া, কৌতুক, নাচ, গান অভিনয় ও গল্প বলার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়াও শিক্ষকরা নানা ধরনের অনুপ্রেরণামূলক ও শিক্ষনীয় গল্প পড়ে শোনায় শিক্ষার্থীদেরকে।

শ্রেণী কক্ষে শিশু শিক্ষার্থী

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮ উদযাপন

নারী শ্রমিকদের মজুরী বৈষম্য, কর্ম ঘণ্টা নির্দিষ্টকরণ ও কাজের অমানবিক পরিবেশ অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের রাস্তায় নেমেছিল সুতা কারখানার নারী শ্রমিকেরা। ঐ ঘটনার ৫০ বছর পর ১৯০৮ সাল নিউইয়র্কের সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক নারী সংগঠনের আয়োজনে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯১০ সালে দ্বিতীয়বারের এই সম্মেলনে জার্মান সমাজতান্ত্রীক নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের প্রস্তাব এর প্রেক্ষিতে ১৯১৪ সাল থেকে বিভিন্ন দেশে এই দিবসটিকে গুরুত্ব দিতে শুরু করে। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের স্বীকৃতি প্রদান করলে বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালন করা শুরু হয়। এর অংশ হিসেবে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশে পালিত হয় দিবসটি। এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল 'সময় এখন নারীর: উন্নয়নে তারা বদলে যাচ্ছে গ্রাম শহরে কর্ম জীবন ধারা'। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরতে এডিআই মাগুরা আঞ্চলিক কার্যালয়ের বিভিন্ন ব্রাঞ্চের কর্মকর্তা-কর্মচারী, কিশোরী দলের ২০ জন, স্কুলের শিক্ষিকা ১৫ জন ও সংস্থার বিভিন্ন সমিতির সভানেত্রী ও সদস্যগণ এবং মাগুরা কালেক্টরেট কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীসহ মোট ১০০ জনের অংশগ্রহনে র‍্যালী ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সকাল ৯ টায় র‍্যালীটি কেশব মোড়ে অবস্থিত এডিআই এর মাগুরা আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে যাত্রা শুরু করে চৌড়ঙ্গী মোড় হয়ে মাগুরা কালেক্টরেট কলেজিয়েট স্কুলে গিয়ে শেষ হয়। এরপর কালেক্টরেট কলেজিয়েট স্কুলে অনুষ্ঠিত আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন একেএম শরফুদ্দিন (উপ-নির্বাহী পরিচালক, এডিআই), প্রধান অতিথি ছিলেন কুমুদ রঞ্জন বিশ্বাস (প্রধান শিক্ষক, মাগুরা কালেক্টরেট কলেজিয়েট স্কুল), বিশেষ অতিথি মো. আব্দুল হালিম (জেলা এনজিও কো-অডিনেটর), মো. আলিয়ার রহমান (জোনাল ম্যানেজার, এডিআই) এবং ফারহানা তাহের তিথি (ডকুমেন্টেশন অফিসার, এডিআই)। আলোচনায় নারীর ক্ষমতায়নে ব্যক্তি এবং সামাজিক পর্যায় থেকে করনীয় বিষয়ে আলোচনা করে বক্তারা।

KAZI ZAHIR KHAN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
কাজী জহির খান এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

ALTERNATIVE DEVELOPMENT INITIATIVE

Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects

Statement of Financial Position

as at 30 June, 2018

Annexure-A1/1

Particulars	Notes	Figures in BDT as on 30 June, 2018 (CFY)	Figures in BDT as on 30 June, 2017 (PFY)
Properties & Assets :			
A. Non-Current Assets:			
Property, Plant & Equipment	6.00	9,834,034	10,493,587
Total Non-Current Assets		**9,834,034**	**10,493,587**
B. Current Assets:			
Investment on FDR	7.00	49,729,018	37,149,821
Loan to Members	8.00	714,900,071	590,005,534
Loan to Staff	9.00	1,910,087	1,791,678
Advances, Deposits & Pre-payments	10.00	442,500	628,000
Advance Paid to Project	11.00	-	2,182,037
Unsettled Staff Advance	12.00	1,876,761	1,891,761
Advance Interest to Bank	13.00	-	250,000
FDR Interest Receivable	14.00	-	484,709
Receivable A/C PKSF	15.00	2,272,835	-
Cash in Hand	16.00	526,411	56,432
Cash at Bank	17.00	19,934,825	16,979,120
Total Current Assets		**791,592,508**	**651,419,092**
Total Properties and Assets (A+B)		**801,426,542**	**661,912,679**
Capital Fund & Liabilities:			
A. Capital Fund			
Cumulative Surplus	18.00	162,830,810	118,970,686
Statutory Reserve Fund	19.00	18,092,312	13,218,966
Total Capital Fund		**180,923,122**	**132,189,652**
B. Non Current Liabilities			
Loan from PKSF	20.00	60,700,000	54,135,000
Loan from Provident Fund	21.00	-	13,137,540
Total Non-Current Liabilities		**60,700,000**	**67,272,540**
C. Current Liabilities			
Loan from PKSF	22.00	88,268,333	77,516,66
Loan from Commercial Bank	23.00	86,000,000	100,000,000
Loan from PF, Gratuity & Security Fund	24.00	23,803,498	-
Members Saving Deposits	25.00	294,065,901	227,720,385
Staff Deposit (MDS)	26.00	1,170,600	1,505,800
Loan Loss Provision	27.00	21,327,186	17,732,144
Provision for Expenses	28.00	3,763,844	2,837,186
Members Welfare Fund	29.00	35,983,313	28,767,831
Provision for KGF	30.00	234,599	234,599
Provision for Interest on Term Savings	31.00	5,064,722	6,005,777
Provision for Interest on staff MDS	32.00	9,100	130,100
Advance from PKSF (ENRICH Program)	33.00	112,325	-
Total Current Liabilities		**559,803,421**	**462,450,487**
Total Capital Fund & Liabilities (A+B+C)		**801,426,542**	**661,912,679**

The annexed notes form an integral part of the financial statements.

Chief Accountant | **Executive Director** | **Chairman**

Signed as per our separated report of even date.
Dated: Dhaka
26 September, 2018

KAZI ZAHIR KHAN & CO. Chartered Accountants

KAZI ZAHIR KHAN & CO.
Chartered Accountants

KAZI ZAHIR KHAN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
কাজী জহির খান এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

ALTERNATIVE DEVELOPMENT INITIATIVE

Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects

Statement of Comprehensive Income
for the year ended 30 June, 2018

Annexure-A1/3

Particulars	Notes	Figures in BDT 2017-2018 (CFY)	2016-2017 (PFY)
A. Income:			
Service Charges on Loan	34.00	159,826,330	106,193,046
Admission Fees		139,190	118,085
Sale of Pass Book etc.		183,120	153,160
Sale of Loan form		234,110	187,465
Group Regulation Register		16,450	21,750
Guest & Training Room		30,000	9,600
Bank Interest		74,601	258,839
Interest on FDR	35.00	1,861,603	1,616,382
Write-off Loan Recovered		330,657	195,037
Sales of old Assets		10,000	20,294
Income from ENRICH Program (Health Cards & others)		218,130	-
Education Donation		36,025	-
Training Income		88,170	56,200
Others		248,689	304,735
Total Income		**163,297,075**	**109,134,593**
B. Expenditure:			
Interest paid on Mandatory Savings		11,313,007	8,023,204
Interest on Monthly Deposit Scheme		2,432,291	6,196,683
Interest paid on Monthly Profit Deposit		399,727	422,953
Interest on Fixed Deposit		234,114	101,568
Interest on Staff DPS		208,410	73,505
Service Charges (Interest) paid on PKSF Loan	36.00	7,038,758	6,061,292
Interest paid on Bank Loan		9,398,160	615,985
Interest paid on PF, Gratuity & Security Loan		1,628,574	866,188
Salary & Allowances		54,890,372	41,006,007
Printing & Stationery		1,745,866	1,655,030
Office Rent		3,992,413	2,982,673
Travelling & Conveyance		1,126,553	923,627
Postage & Telephone		1,319,591	1,035,570
Advertisement		2,391	122,132
Signboard & Cookeries		5,790	-
Vehicle Fuel		1,738,214	1,229,350
Repair & Maintenance		344,143	382,715
Electricity, Gas & Water Bill		749,842	487,881
Entertainment		363,819	259,361
Newspaper Bill		107,435	77,010
Training, Meeting & Seminar		304,519	235,614
Audit Fees		55,000	50,000
Bank Charges/DD Charges		480,189	349,853
Rebate		1,757,472	3,764,370
Legal Expenses		174,967	36,040
Programs & Project Expenses	37.00	2,091,156	1,661,447
Licence Fees (MRA & CDF)		21,500	15,750
Staff Gratuity		1,824,839	1,626,192
Income Tax & VAT		2,030,347	744,071
Distance Allowances		360,441	253,100
Incentive for Staff		333,038	156,834
Donation & Rehabilitation		133,658	414,000
Director Honorarium		124,000	157,000
Automation Expenses		452,356	420,147
Consultancy Fees		38,333	64,500
Loss on Assets		91,049	-
Other Expenses		187,391	87,364
Provisional KGF		-	66,932
LLPE		3,595,042	5,952,498
Depreciation		1,393,986	1,242,301
Total Expenditure		**114,488,753**	**89,820,747**
Excess/(Deficit) of Income over Expenditure (A-B)		**48,808,322**	**19,313,846**
Total		**163,297,075**	**109,134,593**

The annexed notes form an integral part of the financial statements.

Chief Accountant | **Executive Director** | **Chairman**

Signed as per our separated report of even date.
Dated: Dhaka
26 September, 2018

KAZI ZAHIR KHAN & CO.
Chartered Accountants

KAZI ZAHIR KHAN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
কাজী জহির খান এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

ALTERNATIVE DEVELOPMENT INITIATIVE

Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects

Statement of Cash Flows

for the year ended 30 June, 2018

Annexure-A1/5

Particulars	Notes	Figures in BDT 2017-2018 (CFY)	Figures in BDT 2016-2017 (PFY)
A. Cash Flows from Operating Activities			
Surplus for the period		48,808,322	19,313,846
Add: Amount Considered as Non-cash Items:			
Loan Loss Provision		3,595,042	5,952,498
Provision for KGF		-	66,932
Loss on Assets		91,049	-
Depreciation for the year		1,393,986	1,242,301
Sub-total of Non-cash Items		**53,888,399**	**26,575,577**
Loan Disbursed to Members		(124,894,537)	(158,356,295)
Increase/(Decrease) in Current Assets		(753,002)	(482,320)
Increase/(Decrease) in Current Liabilities		32,059,707	108,489,454
Net cash used in operating activities		**(39,699,433)**	**(23,773,584)**
B. Cash Flows from Investing Activities:			
Acquisition of Property, Plant & Equipment		(820,330)	(3,452,989)
Investment		(12,579,197)	(18,023,801)
Net Cash used in Investing Activities:		**(13,399,527)**	**(21,476,790)**
C. Cash Flows from Financing Activities:			
Loan Received		(6,572,540)	8,165,002
Member Savings		66,345,516	45,342,949
Others Loan		(3,248,332)	3,856,158
Net Cash used in Financing Activities		**56,524,644**	**57,364,109**
D. Net Increase/Decrease (A+B+C)		**3,425,684**	**12,113,735**
"Add: Cash and Bank Balance at the beginning of the year"		17,035,552	4,921,817
Cash & Bank Balance at the end of the year (D+E)		**20,461,236**	**17,035,552**

The annexed notes form an integral part of the financial statements.

Chief Accountant | **Executive Director** | **Chairman**

Signed as per our separated report of even date.
Dated: Dhaka
26 September, 2018

KAZI ZAHIR KHAN & CO.
Chartered Accountants

Alternative Development Initiative
List of Branch with Address:

Sl No.	Branch Name	Address
01	Tongi	House: Sheba-309, Mokterbari Road, Tongi, Gazipur.
02	Mirer Bazar	Hossainer Bari, Satpoa, Mirer Bazar, Gazipur Sadar, Gazipur.
03	Uttara	House # 53, Road # 03, Noyapara, Thana- Uttarkhan, Dhaka.
04	Ashulia	Vill.- Jamgara Chowrasta, Mirbari Road, P.O.- Aliamadrasha, Upazila-Savar, Ashulia, Dhaka.
05	Lalbag	Vill.- Aminbag, P.O.- Asrafabad, Thana- Kamrangirchar, Dhaka.
06	Ati Bazar	Md. Aslam Miarbari, Nurar Char, Atibazar, Keranigonj, Dhaka
07	Kalatiya	Rasida Bhaban, Kholamora Hazratpur Road, Near Nurpur Jame Majid Kalatia, Keranigonj, Dhaka
08	Magura Sadar-01	Vill.- Shahpara, P.O.+Upazila- Magura Sador, Dist.- Magura.
09	Magura Sadar-02	Vill.- Shahpara, P.O.+Upazila- Magura Sador, Dist.- Magura.
10	Alokdia	Vill.- Alokdia, P.O.-Alokdia, Upazila- Magura Sadar, Dist.- Magura.
11	Radhanagar	Vill.-Kadirpara, P.O.- Radahanagor, Upazila- Shripur, Dist.- Magura.
12	Amuria	Vill.- Amuria, P.O.-Amuria, Upazila- MaguraSadar, Dist.- Magura.
13	Gangarampur	Vill.- Gangarampur, P.O.- Haritala, Upazila- Shalikha, Dist.- Magura.
14	Arpara	Vill.-Arpara, P.O.-Arpara, Upazila- Shalikha, Dist.- Magura.
15	Rajapur	Vill.- Rajapur, P.O.-Rajapur, Upazila-Mohammadpur, Dist.- Magura.
16	Narail	Vill.- Dumortala, P.O.-Ratanganj. Upazila-Narail Sador, Dist.- Narail.
17	Kamarkhali	Vill.- Moslondopur, P.O.- Kamarkhali, Upazila- Modhupur, Dist.- Faridpur.
18	Kanaipur	Vill.- Vatikanaipur, P.O.- Kanaipur, Upazila-FaridpurSador, Dist.- Faridpur
19	Satoir	Khandaker Bari, Satair, Faridpur-Boalmari Road, Faridpur.
20	Kadirdi	Kadirdi Bazar, Boalmari, Faridpur.
21	Jamalpur	Vill.-Alokdia, P.O.- Noliajamalpur, Upazila- Baliakandi, Dist.- Rajbari.
22	Baliakandi	Vill.- Elishkol, P.O.-Baliakandi, Upazila-Baliakandi, Dist.- Rajbari.
23	Chandina	Vill.- Belashar, P.O.- Chandina, Upazila- Chandina, Dist.- Comilla.
24	Mohichail- 01	Vill.-Mohichail, P.O.- Chandina, Upazila- Chandina, Dist.- Comilla.
25	Mohichail- 02	Vill.-Mohichail, P.O.- Chandina, Upazila- Chandina, Dist.- Comilla.
26	Nowabpur	Vill.- Lebas, P.O.- Dollainowabpur, Upazila- Chandina, Dist.- Comilla.
27	Maligaon	Vill.- Maligaon, P.O.- Kalsonabazar, Daudkandi, Comilla
28	Sachar	Vill.- Sachar, P.O.- Sachar, Kachua, Chandpur
29	Kachua	Vill.- Masimpur, P.O.- Kachua, Kachua, Chandpur
30	Dhamti	Vill.- Khanchishair, P.O.- Mohammadpur, Upazila- Chandina, Dist.- Comilla.
31	Debiddar	Vill.- Gunaygar, P.O.- Gunaygar, Thana- Debiddar, Dist.- Comilla.
32	Nimshar	Vill.-Durgapur, P.O.- Nimshar, Thana-Burichang, Dist.- Comilla.
33	Voroshar	Tareq Mahmud bari, Purvohura Road, Near Asa Office, Burichong, Comilla
34	Kongsonagar	Chairman Office Road, Kangshanagar, Burichong, Comilla

অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই)
বাড়ী-৭৬ (২য় তলা), ব্লক-বি, রোড-০৪, নিকেতন, গুলশান-০১
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ, ফোন: +৮৮ ০২ ৯৮৬ ১৪১২
ই-মেইল : adi.bd.org@gmail.com
ওয়েব : www.adibd.org